ড. মজীদ উল্লাহ কাদেরী

কুরআন, বিজ্ঞান ও ইমাম আহ্‌মদ রেযা

PDF by Sumon Mahmud

মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

প্রফেসর ড. মজীদ উল্লাহ্ কাদেরী
অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব বিভাগ, করাচি ইউনিভার্সিটি

قرآن سائنس اور امام احمد رضا

কুরআন, বিজ্ঞান ও ইমাম আহমদ রেযা

মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন
অনূদিত

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী
সম্পাদিত

প্রকাশনায়
রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ

PDF by Sumon Mahmud

কুরআন, বিজ্ঞান ও ইমাম আহমদ রেযা

প্রফেসর ড. মজীদ উল্লাহ্ কাদেরী
অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব বিভাগ, করাচি ইউনিভার্সিটি

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

প্রকাশকাল
প্রথম সংস্করণ ঃ ২৮ মার্চ ২০০২ ইংরেজী
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ০১ জুন ২০১০ ইংরেজী

উৎসর্গ
আলহাজ্ব মুহাম্মদ খায়রুল বশর (রহ.)
প্রতিষ্ঠাতা, রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ

প্রকাশক
আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
জেনারেল সেক্রেটারী
রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ

কার্যালয়
তৈয়্যবিয়া মার্কেট, বহদ্দারহাট, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ০৩১-৬৭২১২৯, মোবাইল ঃ ০১৮১৯ - ৩১১৬৭০

হাদিয়া
৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র

QURAN BIGGAN O IMAM AHMED RAZA
The Quran, Science & Imam Ahmad Raza
قران سائنس اور امام احمد رضا

Written by Porf. Dr. Muhammad Majeed Ullah Quadri, Translated into Bengali by Muhammad Nezam Uddin, Edited by Principal Mohammad Badiul Alam Rizvi and Published by The Reza Islamic Academy, Cittagong, Bangladesh, Price : 40.00 Tk. Only.

PDF by Sumon Mahmud

অনুবাদকের কথা

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মজীদ উল্লাহ্ কাদেরী করাচি ইউনিভার্সিটির ভূ-তত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও পেট্রোলিয়াম টেকনোলজি বিভাগের প্রধান। উক্ত ইউনিভার্সিটি হতে এম.এস.সি. (ভূতত্ত্ব) ও এম.এ. (ইসলামিয়াত) ডিগ্রী নেয়ার পর একই বিভাগ হতে "কান্‌যুল ঈমান আওর দিগর মারূফ কুরআনী উর্দু তারাজম" বিষয়ে পি.এইচ.ডি. (১৯৯৩) ডিগ্রী লাভ করেন। পাকিস্তানের বুকে তিনিই সর্বপ্রথম ইমাম আহমদ রেযার কুরআনের অনুবাদ 'কানযুল ঈমানের'র উপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। তাছাড়া তিনি করাচি ইউনিভার্সিটির সিনেট ও সিন্ডিকেটেরও একজন সদস্য। ইমাম আহমদ রেযার (রহ.) জীবন ও কর্ম গবেষণা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান 'এদারায়ে তাহক্বীক্বাত-ই- ইমাম আহমদ রেযা পাকিস্তান' এর জেনারেল সেক্রেটারী ও এদারার মাসিক পত্রিকা 'মা'আরেফে রেযা'র সম্পাদক। ইমাম আহমদ রেযা গবেষক হিসেবে সারা পাকিস্তান ও ভারতবর্ষে জুড়ে তাঁর ব্যাপক খ্যাতি রয়েছে। রেযভীয়াতের উপর তাঁর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও পুস্তক দেশ-বিদেশে দারুণ সাড়া জাগিয়েছে। 'কুরআন, বিজ্ঞান ও ইমাম আহমদ রেযা' তাঁর একটি মূল্যবানধর্মী গবেষণা প্রবন্ধ। পবিত্র কুরআনের অনুবাদে ইমাম আহমদ রেযা (রহঃ) এর বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনার যে প্রতিফলন ঘটেছে আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক তাই তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। এ দীর্ঘ প্রবন্ধটি পাকিস্তানের করাচিস্থ আল মুখতার পাবলিকেশন্স থেকে ১৯৮৯ সালে প্রথম পুস্তাকাকারে প্রকাশিত হয় এবং ব্যাপক পাঠক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এ পর্যন্ত এটার তৃতীয় উর্দু সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। আশা করি বাংলা ভাষা-ভাষীদের মাঝেও প্রবন্ধটি পাঠক প্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ অনূদিত প্রবন্ধটি প্রকাশ করতে এগিয়ে আসে। এজন্য একাডেমী কর্তৃপক্ষের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন। বিশিষ্ট লেখক ও ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যক্ষ মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী পুস্তকটি সম্পাদনা করে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। এজন্য তাঁকেও জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। অনুবাদ ও মুদ্রণজনিত অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির জন্য সকলের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করি। প্রবন্ধ পুস্তকটি পাঠে কেউ আ'লা হযরত চর্চায় উদ্বুদ্ধ হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ কবুল করুন। আমিন।

মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

PDF by Sumon Mahmud

কুরআন মজীদ আল্লাহ তা'আলার এমন এক পরিপূর্ণ গ্রন্থ-যা পূর্বাপর সমস্ত রহস্য ও ভেদ এবং সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের কয়েক স্থানে এ সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেমন এরশাদ হচ্ছে *'এবং আমি আপনার উপর এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বিবরণ।'*[১] অন্যস্থানে এরশাদ হচ্ছে *'(এ কুরআন) প্রত্যেক বস্তুর বিশদ বিবরণ।*[২] অপর এক স্থানে এভাবে বলা হচ্ছে যে, *'আমি এ কিতাবের মধ্যে কোন কিছুই লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি।'*[৩]

কুরআন মজীদ আল্লাহর কিতাব যা মানুষের হিদায়তের জন্য সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়। তাই উচিত যে, এ আসমানি গ্রন্থে প্রত্যেক ঐ সব বস্তুর উল্লেখ থাকা (সরাসরি বা ইঙ্গিতে) যা মানব জীবনের সাথে সম্পর্কে রাখে। অধিকন্তু কুরআন মজীদ আপন পরিপূর্ণতার কথা এভাবে ব্যক্ত করেছে যে, *'এবং এমন কোন শস্যকণা নেই যমীনের অন্ধকার রাশির মধ্যে এবং না আছে এমন কোন আর্দ্র ও শুস্ক বস্তু, যা একটা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।'*[৪]

---

১. সূরা নাহল ঃ ৮৯ (ونزلنا عليک الكتاب تبيانا لكى شئ)
২. সূরা ইউসুফঃ ১১১ (وتفصيل كل شئ)
৩. সূরা আন'আমঃ ৩৮ (مافرطنافى الكتاب من شئ)
৪. সূরা আন'আম ঃ ৫৯ (ولا حبة فى ظلمة الارض ولا رطب ولا يابس الافى كتب مبين)

PDF by Sumon Mahmud

বিশ্বজগতের মধ্যে যা কিছু আছে তা হয় শুষ্ক, না হয় আর্দ্র। এছাড়া তৃতীয় কোন অবস্থা নেই। জল-স্থল, গাছ, পাথর, আসমান- জমিন, তৃণ-লতা, পদার্থ, মানুষ, জ্বীন এবং প্রাণীজগতসহ উর্ধ্ব ও নিম্নজগতের যে কোন বস্তু হয় শুষ্ক হবে, না হয় আর্দ্র। এখানে কুরআন বস্তুত সৃষ্টিজগতের সবকিছুর বর্ণনা পেশ করেছেন যে, প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান এবং উহার মূল কুরআনের মধ্যে উল্লেখ আছে। তাই আল্লামা ইবনে বোরহান উদ্দিন পবিত্র কুরআনের এ পরিপূর্ণতার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, *'সৃষ্টিজগতের এমন কোন বস্তু নেই যার বর্ণনা বা উহার মৌলিক সূত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হবে না।'* [৫]

কুরআনের মধ্যে সকল বস্তুর বর্ণনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে, অথবা কমপক্ষে ইঙ্গিত-ইশারায় হলেও বর্ণনা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু সকল লোক কুরআন হতে ঐ বিস্তৃত ব্যাখ্যা খুঁজে বের করতে সামর্থ রাখে না। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা যে সব বান্দার হৃদয়কে তাঁর নূর দ্বারা আলোকিত করেছেন এবং রহস্যের পর্দা তুলে দিয়েছেন, তাঁরা কুরআন হতে প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তৃত বর্ণনা জেনে নিতে পারেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী আলায়হির রাহমাত বলেন, 'বিশ্বজগতের মধ্যে এমন কোন বস্তু নেই, যার বর্ণনা ও সূত্র আপনি কুরআন থেকে বের করতে পারেন না। তবে এটা সম্ভব সে লোকের পক্ষে যাকে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ জ্ঞান *(ইলমে লাদুন্নী)* দ্বারা সম্মানিত করেছেন।'[৬]

এমন সব সম্মানিত ব্যক্তির মধ্যে একজন হলেন, তরজুমানুল কুরআন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। কুরআনের ভেদ ও রহস্য বুঝা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি এ দাবী করতেন যে, *'যদি আমার উটের রশিও হারিয়ে যায়, তবে কুরআন দ্বারা তা খুঁজে বের করে নেবো।'*[৭]

মাযহাব চতুষ্টয়ের অন্যতম ইমাম শাফেয়ী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কুরআন সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও পারদর্শিতাকে এ বলে ব্যক্ত করতেন- *'তোমরা চাইলে আমাকে যে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারো, আমি কুরআন দ্বারা এর উত্তর দিবো।'*[৮]

---

৫. ইমাম জালালুদ্দীন সয়ূতীঃ আল ইতক্বান ফী উলুমিল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ.-১২৬
(ما من شئ فهو فى القران او فيه اصله)

৬. প্রাগুক্ত (ما من شئ الايمكن استخر اجه من القران لمن فهمه الله)

৭.প্রাগুক্ত (لوضاع لى عقال بعير لو جدته فى كتاب الله)

৮.প্রাগুক্ত (سلو لى عماشئتم اخبر كم عنه فى كتاب الله)

PDF by Sumon Mahmud

সাহাবীয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলতেন, *'যে ব্যক্তি (পরিপূর্ণ) ইলম্ (বিদ্যা) শিখতে চায়, সে যেন কুরআনকে আঁকড়ে ধরে, কেননা, কুরআনের মধ্যে পূর্বাপর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে।'*[৯]

কুরআনের শিক্ষাকে যারা আপন বক্ষে ধারণ করেছে এবং এটাতে চিন্তা-ভাবনা করেছে, তারা নিজেদের জীবনের সব সমস্যার সমাধান কুরআন থেকে অর্জন করেছে। প্রত্যেক যুগের নিত্য নতুন সমস্যার উত্তর কুরআন থেকে বুঝে নিয়েছে। একমাত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে নতুন নতুন সৃষ্টির সন্ধান পেয়েছে- যা মানব জীবনে এক বিপ্লব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। যাতে মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হয়েছে। মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের কথা আজও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে। কারণ যতোদিন কুরআনের উপর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণায় মুসলমানদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো, ততোদিনে সারা পৃথিবীতে তাঁদের অবস্থান ছিলো সবার শীর্ষে। কিন্তু যখনই মুসলমানরা কুরআনকে নিজেদের বক্ষ থেকে বের করে দিয়ে আলমারি ও সু-কেসের শোভা বৃদ্ধি করলো, তখন থেকে তারা অবনতির গর্তে পতিত হয়ে নির্যাতিত হতে লাগলো। প্রকৃতপক্ষে কুরআন এমন একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ- যা প্রত্যেক যুগে উপযোগী। কিন্তু আমরা আল্লাহর এ পবিত্র গ্রন্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করবো তো দূরে, আমাদের বেশীর ভাগ তা নিয়মিত তিলাওয়াতও করি না। আর আমরা যারা তিলাওয়াত করি, তাও ইসালে সাওয়াবের নিয়তে। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, কতেক মোল্লা-মৌলভী এ প্রকার তিলাওয়াত করতেও নিষেধ করে থাকে। তাদের মতে এতে মূর্দার কী বা উপকার হবে!

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কুরআন মজীদ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার প্রতি বার বার আহবান করেছেন। এরশাদ হচ্ছে, *'এটা এক কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, বরকতময়; যাতে তারা সেটার আয়াতসমূহের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করে এবং বিবেকবান লোকেরা উপদেশ মান্য করে।'*[১০]

অন্য এক স্থানে এভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে, *'নিশ্চয় এ'তে নিদর্শনাদি রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য।'*[১১] অপর এক জায়গায় চিন্তা-ভাবনা করতে এভাবে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, *'তবে কি তারা গভীর চিন্তা করে না কুরআনের মধ্যে।'*[১২]

---

৯. প্রাগুক্ত (من اراد العلم فعليه بالقران فان فيه خبر الاولين والاخرين)

১০. সূরা সোয়াদঃ ২৯ (كتب انزلنه اليك مبرك ليدبر وا ايته وليتذكر اولوا الاباب)

১১. সূরা রা'দঃ ৩ (ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون)

১২. সূরা নিসাঃ ৮২ (افلا يتدبرون القران)

PDF by Sumon Mahmud

পবিত্র কুরআনের মতো জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ গ্রন্থের উপর যখন মুসলমানরা চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা ছেড়ে দিয়েছে, তবুও বিজ্ঞানের এ উৎকর্ষের যুগে অনেক অমুসলিম বিজ্ঞানী বিশ্বের নানা প্রান্তে এ পবিত্র গ্রন্থের উপর গবেষণা কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। এতে মুসলিম বিজ্ঞানীদের সংখ্যা নিতান্ত অপ্রতুল। কারণ, আমরা কুরআনকে শুধু একটি ধর্মীয় বিধি-নিষেধের গ্রন্থ মনে করছি। আর বর্তমান যুগের প্রত্যেক সমস্যার উত্তর পাশ্চাত্য বিশ্বে খুঁজে বেড়াই। নিজেদের ঘরে এর সমাধান আছে কী নাই সেদিকে দেখি না। আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের জ্ঞান-গবেষণাকে ভুলতে বসেছি। আজ আমাদের সন্তানরা এটা জানে না যে, কয়েক শতাব্দী পূর্বে দুনিয়াব্যাপী সকল উন্নতি ও উৎকর্ষের চাবিকাঠি ছিল মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাতে। আজকের পাশ্চাত্য ও অমুসলিম বিশ্ব নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের জন্য মূলত মুসলিম বিজ্ঞানীদের কাছে ঋণী। আজকের বিজ্ঞান মুসলিম বিজ্ঞানীদের চিন্তা-গবেষণার ফসল বলা চলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলিম বিজ্ঞানীদের নামের সাথেও আমাদের পরিচয় নেই। তার কারণ হলো, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোথাও তাঁদের কর্মকাণ্ডের উল্লেখ করা হয়নি। যদি কোথাও করা হয়েও থাকে তা এতো সংক্ষেপে যে, ছেলেরা এটা কাহিনী মনে করে কিছুদিন পর ভুলে যায়। তাই আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিতে এসব মুসলিম বিজ্ঞানীদের জীবন ও গবেষণাকর্মের বিস্তারিত বিবরণ সিলেবাসভুক্ত করা সময়ের দাবী।

কুরআন মজীদ এমন এক গ্রন্থ-অমুসলিম গবেষকগণ পর্যন্ত যেটাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আঁকর বলে মনে করে থাকেন। তাঁরা এ গ্রন্থের উপর বিস্তৃত গবেষণা করেছেন। একজন দু'জন নয় বরং শতাধিক পাশ্চাত্য গবেষক কুরআন মজীদের উপর গবেষণা করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছেন। অতএব, কী কারণ! আমরা মুসলমান হয়েও এতে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করছি না?

ফ্রান্সের অধিবাসী ড. মরিস বুকাইলি (Maurice Bucaille) যিনি কুরআনের উপর গবেষণা করে এটাকে আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ বলে স্বীকার করেন এবং পরে ইসলাম ধর্মেও দীক্ষিত হন। তিনি স্বীয় গ্রন্থ, বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান' (The Bible The Quran and Scince) এ কুরআনের মহত্ব ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে গিয়ে লিখেছেন যে, 'সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পূর্বতন যাবতীয় ধ্যান-ধারণা পরিহার করেই আমি সর্বপ্রথম কুরআনের বাণীসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলাম। আধুনিক বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে কুরআনের বিরোধ কতো দূর, তা-ই ছিল আমার অনুসন্ধানের বিষয়।

PDF by Sumon Mahmud

কুরআনের বিভিন্ন অনুবাদকের বক্তব্য থেকে আমি জেনেছিলাম যে, প্রাকৃতিক বিষয়-সংক্রান্ত আলোচনায় কুরআন নাকি প্রায়শই পরোক্ষ তথা রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে তখনো আমার জ্ঞান ছিল খুবই ভাসা-ভাসা। এরপর আমি আরবী ভাষা শিখি এবং অত্যন্ত গভীরভাবে কুরআনের আয়াতসমূহ পরীক্ষা করতে শুরু করি। সাথে সাথে প্রাকৃতিক বিষয়-সংক্রান্ত কুরআনের বাণীসমূহের একটি তালিকা তৈরি করে ফেলি। এভাবে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ শেষ হলে, পরে আমার হাতে পর্যাপ্ত প্রমাণপঞ্জি জমা হয়। পরিশেষে এই সব প্রমাণ- দলিলের ভিত্তিতে আমি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, *কুরআনে এমন একটা বক্তব্যও নাই, যে বক্তব্যকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচারে খন্ডন করা যেতে পারে।*'[১৩]

তিনি আরো লিখেছেন যে, 'আমার জানা মতে, ইসলামের দৃষ্টিকোণে বলা হয় যে, ধর্ম সবসময়ই বিজ্ঞানকে তার যমজ বোন হিসাবে বিবেচনা করে থাকে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আবির্ভাব পর্বের সূচনা থেকেই ইসলাম তার অনুসারীদের প্রতি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দিয়ে আসছে। *ফলশ্রুতিতে ইসলামী সভ্যতার সেই মহান যুগে মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধন করেছিল এবং তা থেকে রেনেসাঁর পূর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্য জগৎ হয়েছিল বিশেষ লাভবান।*'[১৪]

আগেকার যুগে 'বিজ্ঞান' ও 'বিজ্ঞানী' পরিভাষাদ্বয়ের ব্যবহার ছিল না। তবে একজন আলেম ও ফাযেল যিনি সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী হতেন তাঁকে 'হাকীম' বলা হতো। এ 'হাকীম' অভিধাটি জ্ঞানী-গুণীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। আর সেকালে হাকীমকে ধর্মীয় জ্ঞানের সাথে সাথে জ্যোর্তিবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, রসায়ন ও চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি জানা এবং সে সাথে এগুলোতে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করাও ছিলো অপরিহার্য। মুসলিম বিজ্ঞানীগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষত গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, পদার্থ, রসায়ন, আকাশ, নক্ষত্র, চিকিৎসা, উদ্ভিদ, জীব, নীতিবিদ্যা ইত্যাদিতে এক বিরাট গবেষণাকর্ম চালিয়ে গেছেন। মুসলিম বিজ্ঞানীদের জীবন ও কর্মের অনুসন্ধান নিলে জানা যায় যে, তাঁরা সকলেই ধর্মীয় বিদ্যা অর্জনের পর

---

১৩. Maurice Bucaille : The Bible the Quran and Science : Page 4, Published by Begum Aisha Bawany Wakef, Karachi (সানাউল হক সিদ্দীকি, বাইবেল, কুরআন আওর সায়েন্স পৃ. ১৬, এদারাতুল কুরআন করাচি, ১৯৮৫।)

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৮

বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান আহরণের প্রতি মনোযোগ দেন। এ কারণে যখনই তাঁরা কোন সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতেন সর্বপ্রথম কুরআনের পথ অবলম্বন করতেন। ওহীলব্ধ ও বুদ্ধিবৃত্তিক উভয় প্রকারের জ্ঞানকে কুরআন থেকে চয়ন করতেন।

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী আলায়হির রাহমাত (ওফাত ৫০৫ হিজরি) যাঁকে পাশ্চাত্য বিশ্বও বড় দার্শনিক হিসেবে স্বীকার করে থাকেন। আর যাঁর ছোট বড় অনেক গ্রন্থ পাশ্চাত্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। একদা তাঁকে এক অমুসলিম বিজ্ঞানী জিজ্ঞাসা করলেন, যে, "মহাশূণ্যে চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহপুঞ্জ যে পরিভ্রমণ করে তা দু'ধরণের। প্রথমত সোজাসোজিভাবে, দ্বিতীয় উল্টোভাবে। আর কুরআন মজীদে তো এক প্রকার পরিভ্রমণের কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু অন্য প্রকারের উল্লেখ নেই। অথচ আপনাদের কুরআন দাবী করে যে, 'প্রত্যেক কিছুরই বর্ণনা এ কুরআনে বিদ্যমান।' আপনি বলুন যে, গ্রহপুঞ্জের দ্বিতীয় প্রকারের পরিভ্রমণের উল্লেখ কোথায় আছে?"

ইমাম গায্যালী আলায়হির রাহমাত ঐ অমুসলিম বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করলো যে, আপনি প্রথম প্রকারের পরিভ্রমণের বর্ণনা কুরআন মজীদের কোন আয়াত থেকে উল্লেখ করেছেন। উত্তরে সে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন- كل فى فلك يسبحون 'কুল্লু ফী ফালাকিন ইয়াসবাহুন' অর্থাৎ এবং প্রত্যেকেই নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে।' [সূরা ইয়াছিন: ৪০]

ইমাম গায্যালী (রাহ.) বললেন, এ পবিত্র আয়াতে গ্রহ-নক্ষত্রের উল্টোভাবে পরিভ্রমণের কথাও উল্লেখ রয়েছে। আর তা এভাবে যে, যদি كل فى فلك এর শব্দগুলো উল্টোভাবে অর্থাৎ বাম দিক থেকে পাঠ করা হয় অর্থাৎ فلك (ফালাক) শব্দের ك (কাফ) থেকে শুরু করে كل (কুল্লুন) শব্দের ك (কাফ) পর্যন্ত পাঠ করা হয় তা হলেও كل فى فلك বাক্যই গঠিত হবে। অতএব, উক্ত *আয়াত ডান পার্শ্বের দিক থেকে পড়লে গ্রহ-নক্ষত্রের সোজাসোজি পরিভ্রমণের কথা উল্লেখ রয়েছে আর উল্টো বা বাম পার্শ্বের দিক থেকে পড়লে উল্টো পরিভ্রমণের কথা উল্লেখ দেখা যায়।*[১৫]

ইমাম গায্যালী (রাহ.) একদিকে যেমন উঁচু স্তরের আলেমে-দ্বীন ছিলেন, অন্যদিকে সে যুগের বিজ্ঞান বিষয়ক বিদ্যায়ও পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখতেন। ইমাম গায্যালী (রহ.) ছাড়াও এমন অনেক মুসলিম বিজ্ঞানীদের নাম ইতিহাসে দেখা যায় যাঁরা উলুমে নকলীয়া (ওহীলব্ধ জ্ঞান) অর্জনের সাথে সাথে যখন

১৫। প্রফেসর ড. মুহাম্মদ তাহের আল কাদেরী, মিনহাজুল ইরফান ফি লাফযিল কুরআন, এদারায়ে মিনহাজুল কুরআন, লাহোর, ১৯৮৬, ১মখণ্ড, পৃ. ৮৯।

উলুমে আকলিয়া (বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান) অর্জনে মনোনিবেশ করলেন তাঁরা তাতেও বড়ো সাফল্য অর্জন করলো। এখানে কতেক মুসলিম-বিজ্ঞানীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চাই যাঁদেরকে যুগের তোতা বলা হতো। আর যাঁরা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচারে-প্রসারে যুগপৎ অবদান রেখেছেন এবং যাঁদের নাম পৃথিবীর ইতিহাসে আজও স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। যেমন-

১. আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে জুনদব (মৃ.১৫৭হিজরি/৭৭৬খ্রী.) দূরবীন বা টেলিস্কোপ (Telescope) এর আবিস্কারক।

২. জাবের ইবনে হাইয়্যান (মৃ.১৯৮হি/৮১৭ খ্রী) রসায়ন বিজ্ঞানী এবং অনেক রসায়ন পদার্থের আবিস্কারক।

৩. আব্দুল মালেক আসমাঈ (মৃ.২১৩ হি /৮৩১ খ্রী) প্রাণীবিদ্যা এবং উদ্ভিদ বিদ্যায় যিনি সর্বপ্রথম ৫টি গ্রন্থ রচনা করেন।

৪. হাকীম ইহয়াহ্ মানসুর (মৃ.২১৪হি/৮৩২খ্রী) পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানমন্দিরের অধ্যক্ষ (Observatory) এবং (Astronomical Tables) এর আবিষ্কারক।

৫. মুহাম্মদ বিন মুসা খাওয়ারিজিমি (মৃ.২৩২হি/৮৫০খ্রী) বীজণিতের আবিষ্কারক, বীজগণিত ও পাঠিগণিতের গ্রন্থ প্রণেতা।

৬. আহমদ বিন মুসা শাকির (মৃ.২৪০হি/৮৫৮খ্রী) পৃথিবীর সর্বপ্রথম যন্ত্রবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ এবং যন্ত্র বিজ্ঞান গ্রন্থের রচয়িতা।

৭. আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে কাসীর (২৪০হি/৮৬৩ খ্রী) পৃথিবীর সঠিক (Ciredumferenee) সম্পর্কে পরিজ্ঞাত প্রথম বিজ্ঞানী।

৮. আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইসহাক কিন্দি (মৃ.২৫৪ হি/৮৭৩খ্রী) মুসলিম বিশ্বের সর্বপ্রথম দার্শনিক। যিনি পাশ্চাত্য বিশ্বে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

৯. আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া রাযী (মৃ.৩০৮হি/৯৩২খ্রী) চিকিৎসা ও পদার্থ বিজ্ঞানী।

১০. হাকীম আবু নসর মুহাম্মদ বিন ফারাবী (মৃ.৩৩৮হিজরি/৯৬১খ্রী) (Ethic) নীতিবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী।

১১. আবু আলী হাসান ইবনুল হায়শম (মৃ.৪১০হিজরি/১০২১খ্রী) আলোক (Light) বিশেষজ্ঞ। আলোকরশ্মি এবং চোখের পুতলির বিশেষজ্ঞ আর ক্যামেরার প্রকৃত আবিষ্কারক।

১২. আহমদ বিন মুহাম্মদ আলী মাসকুভীয়া (মৃ.৪২১হিজরি/১০৩২খ্রী) উদ্ভিদের প্রাণ ও জীবন, প্রাণীর স্পর্শ শক্তি ও মস্তিস্ক এবং সমাজবিজ্ঞান (Sociology) বিশেষজ্ঞ ও মনোবিজ্ঞানী।

১৩. শায়খ হোসাইন আব্দুল্লাহ্ ইবনে আলী সীনা (মৃ.৪২৮ হিজরি/১০৩৯ খ্রী) পদার্থ-বিজ্ঞান, (Physic) চিকিৎসা ও ভেজষ বিজ্ঞানের আবিষ্কারক। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর অনেক গ্রন্থ রচয়িতা।

১৪. আবু রায়হান মুহাম্মদ বিন আহমদ আলবেরুনী (মৃ.৪৩৯হিজরি/১০৪৯ খ্রী) বিখ্যাত ভূগোলবিদ। উপমহাদেশের প্রথম প্রত্নতত্ত্ববিদ, ভূতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক ও পর্যটক।

১৫. *ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ গায্যালী (মৃ.৫০৫ হিজরি/১১১১খ্রী) দর্শন, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান ও ইলমে-দ্বীনের বিশেষজ্ঞ।*[১৬]

এ সব মুসলিম-বিজ্ঞানীর পরিচিতি দ্বারা বুঝা যায় যে, আমাদের স্বর্ণালী অতীত কী সুন্দর না ছিলো! আমাদের মুসলিম বিজ্ঞানীরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় কতো বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণা করেছেন এবং এ সকল বিষয়ে অনেক গ্রন্থও পরবর্তীদের জন্য রেখে যান। তাঁদের শতাধিক গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয় এবং অনেক গ্রন্থ এখনও পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু আমরা মুসলমানরা কি তার খবর রাখি! প্রত্যেক শতাব্দিতে বড় বড় মুসলিম বিজ্ঞানীদের পদচারণা দেখা যায়। তাঁরা স্বীয় জ্ঞান-গবেষণা দ্বারা কোন না কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হাতেগুণা কয়েকজনের নাম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া হাজারো মুসলিম বিজ্ঞানীদের নাম ইতিহাসের পাতা আলোকময় করে আছে।

উপমহাদেশে আল-বেরুনীর মতো বড় মাপের বিজ্ঞানী ইহকাল ত্যাগের কয়েক শতাব্দী পর বেরেলীর ভূমিতে হিজরি ১২৭২ মুতাবেক ১৮৫৬ সালে এক মহাগবেষক, ফক্বীহ্ (আইনজ্ঞ) ও বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন যাঁর নাম ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী। *আর মুসলমানরা যাঁকে 'আ'লা হযরত' 'ইমামে আহলে সুন্নাত' বা 'ফাযেলে বেরলভী' প্রভৃতি নামে স্মরণ করে থাকেন।*[১৭]

---

১৬. ইবরাহীম ইমাদী নদভী: মুসলিম সায়েন্স দাঁ আর উন কী খিদমাত, ১৯৮৭

১৭. মুহাম্মদ যুফর উদ্দীন বিহারী : হায়াতে আ'লা হযরত, ১ম খণ্ড ১৯৩৮, করাচি।

ইমাম আহমদ রেযা মুহাদ্দিস বেরলভী বুদ্ধিবৃত্তিক ও ওহীলব্ধ (আধুনিক ও সনাতন) জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ পারদর্শী ছিলেন। আর এ সব বিষয়ে তিনি কোন না কোন লেখনিও রেখে যান। *জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ শাখাসহ প্রায় ৫৫টি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিলো বলে তিনি স্বয়ং বলে গেছেন।*[১৮] এসব বিষয়ের মধ্যে কতগুলো তিনি নানা বিজ্ঞজন থেকে শিখেছেন। কিন্তু এমন কতেক বিষয়ও আছে যা শুধু আল্লাহ প্রদত্ত ধী-শক্তির জোরে অর্জন করেছেন। আর ঐসব কতেক বিষয়ের তিনি স্বয়ং আবিষ্কারকও। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে সব বিষয় তিনি আল্লাহর তাওফিকক্রমে অর্জন করেছেন তা' নিম্নরূপ-

ইলমে তাকসীর, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, জ্যামিতি, অ্যারিসমাতীক্বী, জবর ও মুক্বাবালাহ্, হিসাবে সিত্তীনী, লগারিদম, সময় বিদ্যা, যিজাত, মুসাল্লাসে কুরভী ও মোসাত্তাহ্, আধুনিক জ্যোতিশাস্ত্র, মুরাব্বাআত, জুফর, আধুনিক ও প্রাচীন দর্শন, ইলমে যায়েরযা ইত্যাদি।[১৯]

আধুনিক বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় তাঁর জানা উপরোক্ত বিষয়গুলো স্বয়ং তিনি পেশ করেছেন। তাঁর রচনাবলীর সংখ্যা এক হাজারেরও অধিক। রচনাবলীর প্রায় আজও অপ্রকাশিত। যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে পর্যালোচনা ও সমালোচনা করা উচিত, আমি আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত সে সব গ্রন্থ ও পুস্তিকা এবং ফিক্বহী মাসআলাসমূহ অধ্যয়ন করেছি, এতে তাঁর রচনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিম্নবর্ণিত শাখাগুলোর আলোচনাও পরিদৃষ্ট হয়। এভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় তাঁর জানা বিষয়ের সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে। যেমন পদার্থবিদ্যা (Physics), প্রাণিবিদ্যা (Zoology), খণিজবিদ্যা (Mineralogy), রসায়ন বিদ্যা (Chemistry), চিকিৎসা (Medicine), ভেষজবিদ্যা (Pharmacy), অর্থনীতি (Economics), অর্থবিজ্ঞান (Finance), বাণিজ্য (Commerce), পরিসংখ্যান (Statistics), ভূতত্ত্ব (Geology), ভূগোল (Geography), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political), আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিদ্যা (International Relation), খনিজ বিজ্ঞান (Economicg leology), নীতিবিজ্ঞান (Ethics), ইত্যাদি।

ইমাম আহমদ রেযা বুদ্ধিবৃত্তিক (ইলমে মা'কুল) তথা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর যে সব লেখনি রেখে যান এখানে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করা হলো, তারপর তাঁর জ্ঞানগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে।

---

১৮. ড. মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ ঃ হায়াতে মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী, ১৯৮১, করাচি।
১৯. ইমাম আহমদ রেযা খানঃ আল ইজাযাতুর রজভীয়্যাহ্ লি মাবজালে মক্বাতিল বহীয়্যাহ।

নং	পুস্তক/পুস্তিকার নাম	বিষয়	ভাষা
১।	নুযুলে আয়াত-ই কোরআন বি সাকুনে যমীন ওয়া আসমান نزول آیات قرآن بسکون زمین وآسمان (۱۳۳۹ھ)	দর্শন/জ্যোতির্বিদ্যা	উর্দূ
২।	ফাওয়ে মুবীন দর রদ্দে হরকতে যমীন فوز مبین در رد حرکت زمین (۱۳۳۸ھ)	পদার্থ/জ্যোর্তিবিদ্যা	উর্দূ
৩।	মুঈনে মুবীন বাহরে দাওরে শাম্‌স ওয়া সাকুনে যমীন معین مبین بہر دور شمس وسکون زمین (۱۳۳۸ھ)	পদার্থ	উর্দূ
৪।	আল- কালিমাতুল মূলহিমা.... الکلمۃ الملہمۃ فی الحکمۃ الحکمۃ لوہاء فلسفۃ المشئمۃ	পদার্থ/জ্যোর্তিবিদ্যা	উর্দূ
৫।	হাশিয়ায়ে উসূলে তাবয়ী حاشیہ اصول طبعی	পদার্থ	আরবী
৬।	আস্ সারাহুল মুওজিয ফি তাদীলিল মারকীয الصراح الموجز فی تعدیل المرکز (۱۳۱۹ھ)	আধুনিক জ্যোর্তিবিদ্যা	আরবী
৭।	জদূল বরায়ে জানতরী শাহত সালাহ্ جدول برائے جنتری شہت سالہ	আধুনিক জ্যোর্তিবিদ্যা	ফার্সী
৮।	কানুন রুয়তে আহিল্লা قانون رویۃ اہلہ	আধুনিক জ্যোর্তিবিদ্যা	উর্দূ
৯।	তুলুউ ওয়া গারুবে কাওয়াকিব ওয়া কামর طلوع وغروب کواکب وقمر	আধুনিক জ্যোর্তিবিদ্যা	উর্দূ
১০।	রুয়তুল হিলাল رویت الہلال (۱۳۲۳ھ)	আধুনিক জ্যোর্তিবিদ্যা	উর্দূ
১১।	বাহসুল মা আদিলা ফাতাদ্ দারজাতুস্ সানিয়া بحث المادلہ فات الدرجتہ الثانیہ	আধুনিক জ্যোর্তিবিদ্যা	আরবী
১২।	হাশিয়ায়ে কিতাবুস্ সুওর حاشیہ کتاب الصور	আধুনিক জ্যোর্তিবিদ্যা	আরবী
১৩।	হাশিয়ায়ে শরহে তাযকিরাহ্ حاشیہ شرح تذکرہ	আধুনিক জ্যোর্তিবিদ্যা	আরবী

নং	পুস্তক/পুস্তিকার নাম	বিষয়	ভাষা
১৪।	হাশিয়ায়ে তিয়বুন নাফস حاشیہ طیب النفس	আধুনিক জ্যোর্তিবিদ্যা	আরবী
১৫।	আকমারুল ইনশারাহিল হাকীকাতিল ইসবাহ্ اقمار الانشرح الحقیقة الاصباح	আধুনিক জ্যোর্তিবিদ্যা	আরবী
১৬।	জাদাতুত তু'লুওয়ান মুমর লিস সাইয়্যারাতি ওয়ান নজুম ওয়াল কামার جادة الطلوع والممرللسيارة والنجوم والقمر	আধুনিক জ্যোর্তিবিদ্যা	আরবী
১৭।	হাশিয়ায়ে তাসরীহ্ حاشیہ تصریح	আধুনিক জ্যোর্তিবিদ্যা	আরবী
১৮।	হাশিয়ায়ে শরহে ছগমিনী حاشیہ شرح چغمنی	আধুনিক জ্যোর্তিবিদ্যা	আরবী
১৯।	হাশিয়ায়ে ইলমে হাইয়্যাত حاشیہ علم ہیئت	আধুনিক জ্যোর্তিবিদ্যা	আরবী
২০।	রফউল খিলাফ ফি দকায়িকিল ইখতিলাফ رفع الخلاف فی دقائق الاختلاف	আধুনিক জ্যোর্তিবিদ্যা	আরবী
২১।	শরহে বাকুরাহ্ شرح باکورہ	আধুনিক জ্যোর্তিবিদ্যা	আরবী
২২।	হাশিয়ায়ে হাযানাতুল ইলম حاشیہ خزانۃ العلم	গণিত	ফার্সী
২৩।	আল জুমালুদ দায়েরাহ্ ফি খুতুতিদ্দায়েরা الجمل الدائرہ فی خطوط الدائرہ	গণিত	ফার্সী
২৪।	মাসয়ূলিয়াতিস্ সিহাম مسئولیات السہام	গণিত	ফার্সী
২৫।	জদূলুর রিয়াযি جدول الریاضی	গণিত	আরবী
২৬।	আল কাসরুল ইসারি الکسر العشری (۱۳۳۱ھ)	গণিত	আরবী
২৭।	যাবীয়াতুন ইখতিলাফিন মানযার زاویۃ الاختلاف المنظر	গণিত	ফার্সী

নং	পুস্তক/পুস্তিকার নাম	বিষয়	ভাষা
২৮।	আযমুল বাযী ফি জাওয়ারি রিয়াযি عزم البازی فی جوار الریاضی	গণিত	ফার্সী
২৯।	কাসওয়ারে ইশারিয়া کسور اعشاریہ	গণিত	ফার্সী
৩০।	মা'আদানে উলূবী দর সীনিনে হিজরী ওয়া ইসওয়ী ওয়া রুবী معدن علوی در سنین ہجری وعیسوی ورومی	আধুনিক জ্যোর্তিবিদ্যা	ফার্সী
৩১।	আল আশকালুল ইক্বলিদিস্ নাসকসে আশকালে ইক্বলিদিস্ الاشکال الاقلیدس نسکس اشکال اقلیدس	গণিত	আরবী
৩২।	হাশিয়ায়ে উছুলে হিনদাসা حاشیہ اصول ہندسہ	গণিত	আরবী
৩৩।	হাশিয়ায়ে তাহরীরে ইকলিদস حاشیہ تحریر اقلیدس	গণিত	আরবী
৩৪।	আ'আলীল আতায়া ফি আদ্বলায়ে ওয়ায যাওয়ায়্যা اعالي العطایافي الاضلاع والزوایا		আরবী
৩৫।	আল মায়ানাল মুজাল্লী লিলমুগনী ওয়ায্ যিল্লী المعنی المجلی للمغنی والظلی	ইলমে হিন্দাসা	আরবী
৩৬।	আতায়েবুল একসীর ফি ইলমে তাকসীর اطائب الاکیسر في علم التکسیر	ইলমে তাকসীর	আরবী
৩৭।	হাশিয়াতুল দুররুল মাকনুন حاشیہ الدرالمکنون	ইলমে তাকসীর	আরবী
৩৮।	মুরাব্বায়াত مربعات ۱۱۵۲ھ	ইলমে তাকসীর	আরবী
৩৯।	মুজতালাল উরুস مجتلی العروس	ইলমে তাকসীর	আরবী
৪০।	রিসালা দর ইলমে তাকসীর رسالہ در علم تکسیر	ইলমে তাকসীর	ফার্সী
৪১।	আল জাদওয়ালুর রাযভীয়া লিল মাসায়িলিল জাফরীয়া الجدوال الرضویة للمسائل الجفریہ	ইলমে জুফর	আরবী

নং	পুস্তক/পুস্তিকার নাম	বিষয়	ভাষা
৪২।	আল আজওয়াবাতুর রাযভীয়া লিল মাসায়িলিল জাফরীয়া الاجوابة الرضوية للمسائل الجفريه	ইলমে জুফর	আরবী
৪৩।	আস সাওয়াকিবর রাযভীয়া আলাল কাওয়াকিবিদ্দোররিয়া الثواقب الرضوية على الكواكب الدريه	ইলমে জুফর	আরবী
৪৪।	রিসালা দর ইলমে লাওগারেসম رسالہ در علم لوگارثم	লগারিদম	উর্দূ
৪৫।	সিত্তীন ওয়া লাওগারেসম ستین ولوگارثم	লগারিদম	উর্দূ
৪৬।	হাশিয়ায়ে যলালাতে আল বরজুন্দী حاشیہ زلالات البرجندی	ইলমে যিজাত	আরবী
৪৭।	হাশিয়ায়ে বারজুন্দী حاشیہ برجندی	ইলমে যিজাত	আরবী
৪৮।	হাশিয়ায়ে যেজুল বাখানী حاشیہ زیج البخانی	ইলমে যিজাত	আরবী
৪৯।	হাশিয়ায়ে যেজ বাহাদুর খানী حاشیہ زیج بہادر خانی (۲۱۲ اوراق)	ইলমে যিজাত	আরবী
৫০।	হাশিয়ায়ে ফাওয়াইদে বাহাদুর খানী حاشیہ فوائد بہادر خانی	ইলমে যিজাত	আরবী
৫১।	হাশিয়ায়ে জামে বাহাদুরখানী حاشیہ جامع بہادر خانی	ইলমে যিজাত	আরবী
৫২।	মুদিররুল মুতালিয়্ লিত তাকভীমি ওয়াত তালী مضر المطالع للتقويم والطالع	ইলমে যিজাত	আরবী
৫৩।	হাশিয়াতুল কাওয়ায়িদিল জলীলাহ্ حاشیہ القواعد الجلیلہ	গণিত/জবর মুকাবালা	ফার্সী
৫৪।	হাললুল মুআদিলাত লি কাবিইল মুকায়াত حل المعادلات لقوی المکبات	গণিত/জবর মুকাবালা	ফার্সী

নং	পুস্তক/পুস্তিকার নাম	বিষয়	ভাষা
৫৫।	রিসালা জবর ওয়া মুকাবালা رسالہ جبر ومقابلہ	গণিত/জবর মুকাবালা	ফার্সী
৫৬।	তালখীসে ইলমে মুসাল্লাস কুরভী تلخیص علم مثلث کروی	গণিত/ জবর মুকাবালা	ফার্সী
৫৭।	রিসালা ইলমে মুসাল্লাস رسالہ علم مثلث		ফার্সী
৫৮।	উজুহে যাওয়ায়া মুসাল্লাস কুরভী وجوہ زوایا مثلث کروی	গণিত/জবর মুকাবালা	ফার্সী
৫৯।	আল মাওহিবাত ফিল মুরাব্বাআত الموهبات فی المربعات	গণিত/জবর মুকাবালা	আরবী
৬০।	কিতাবুল ইরসিমাক্বিতী کتاب الرثما طقی	গণিত/জবর মুকাবালা	আরবী
৬১।	আল বুদুর ফি আউজিল মাজযুর البدور فی اوج المجذور	গণিত/জবর মুকাবালা	ফার্সী
৬২।	দরউল কুবহী আন দরকী ওয়াক্বতিস সুবহী درء القبح عن درک وقت الصبح	ইলমে তওকীত	উর্দূ
৬৩।	তাসহীলুত তাআদীল تسہیل التعدیل	ইলমে তওকীত	উর্দূ
৬৪।	তারজুমাত কাওয়াঈদে নাইকাল আল মনিক ترجمہ قواعد نائیکل المنک	ইলমে তওকীত	উর্দূ
৬৫।	জাদওয়ালে আওক্বাত جدول اوقات	ইলমে তওকীত	উর্দূ
৬৬।	মুয়ূলুল কাওয়াবি ওয়া তা'আদীলুল আইয়্যাম میول الکواکب وتعدیل الایام	ইলমে তওকীত/নুজুম	উর্দূ
৬৭।	যিজুল আওক্বাত লিস সাওমি ওয়াস্ সালাত زیج الاوقات للصوم والصلوۃ	ইলমে তওকীত/নুজুম	উর্দূ

নং	পুস্তক/পুস্তিকার নাম	বিষয়	ভাষা
৬৮।	তুলু ওয়া গুরুবে নাইয়্যারাইন طلوع وغروب نیرین	ইলমে তওকীত/নুজুম	উর্দূ
৬৯।	আল আনজাবুল আনীক ফি তরীক্বিত তালিক্ব الانجب الانیق فی طریق التعلیق (۱۳۱۹)	ইলমে তওকীত/ নুজুম	ফার্সী
৭০।	ইসতিনবাতুল আওকাত استنباط الاوقات	ইলমে তওকীত/নুজুম	ফার্সী
৭১।	আল বুরহানুল কাভীম আলাল আরদী ওয়াত্ তাকভীম البرہان القویم علی العرض والتقویم	ইলমে তওকীত/ নুজুম	ফার্সী
৭২।	তাজে তওকীত تاج توقیت (۱۳۲۰ھ)	ইলমে তওকীত/নুজুম	ফার্সী
৭৩।	রুইয়তে হেলালে রমজান رویت ہلال رمضان	ইলমে তওকীত/নুজুম	উর্দূ
৭৪।	জাদওয়ালে দরব جدول ضرب	ইলমে তওকীত/নুজুম	আরবী
৭৫।	হাশিয়াতু জামিউল আফকার حاشیہ جامع الافکار	ইলমে তওকীত/নুজুম	আরবী
৭৬।	হাশিয়াতু যুবদাতুল মুনতাখাব حاشیہ زبدۃ المنتخب	ইলমে তওকীত/নুজুম	আরবী
৭৭।	ইসতিখরাজ তাকভীমাতুল কাওয়াকিব استخراج تقویمات کواب	নুজুম/ আকাশ বিদ্যা	ফার্সী
৭৮।	ইসতিখরাজ উসূলে কমর বর রাস استخراج وصول قمر برواس	নুজুম/ আকাশ বিদ্যা	ফার্সী
৭৯।	আযকাল বাহা ফি কুওয়াতিল কাওয়াকিব ওয়া যোফিহা ازکی البہا فی قوۃ الکوات وضعفہا	নুজুম/ আকাশ বিদ্যা	ফার্সী
৮০।	রিসালাতুল আদিকামর رسالہ العادقمر	নুজুম/ আকাশ বিদ্যা	আরবী

নং	পুস্তক/পুস্তিকার নাম	বিষয়	ভাষা
৮১।	হাশিয়ায়ে হাদায়েকুন নুযুম حاشیه حدائق النجوم	নুজুম/ আকাশ বিদ্যা	আরবী
৮২।	আল কাওয়াঈদুল জলীলাহ্ ফি ইলমিল জাবরিয়া القواعد الجليله فی العلم الجبریه	বীজগণিত/গণিত	আরবী
৮৩।	রিসালা দর ইলমে মুসাল্লাসুল কুরবী رساله در علم مثلث الكردی القائمه الزاويه	গণিত	আরবী
৮৪।	আল যুফরুল জামে الجفر الجامع (١٣٣٣ھ)	জুফর/আকাশ বিদ্যা	আরবী
৮৫।	আল বয়ানুশ শাফিয়া লি ফুনুগ্রাফীয়া البيان الشافيا لفونوغروفيا	শব্দবিজ্ঞান	আরবী
৮৬।	আল জাওয়াহির ওয়াত তাওকীত ফিল ইলমিত তাওকীত الجواهر والتوقيت فی علم التوقيت	ইলমে তওকীত	আরবী
৮৭।	সামউদ দায়ী ফীমা জাওদাসুল ইজযি আনিল মায়ী سمع الداء فیما جودث العجز عن الماء	ইলমে নূর/পদার্থ	উর্দু
৮৮।	আন নুর ওয়ান নাওরক লি ইসফারিল মায়ীল মুতলাক্ব النور والنورق لاسفار الماء المطلق (١٣٣٤ھ)	ইলমে নূর/ পদার্থ	উর্দূ
৮৯।	আদ দিককাতু ওয়াল রযান লি ইলমের রিককতি ওয়াল্ ইয়াসলান الدقت والبیان لعلم الرق والیسلان	ইলমে নূর/ পদার্থ	উর্দূ
৯০।	আন নাহউস নামীর ফী মায়ীল মুস্তাদীর النهی النمیر فی الماء المستدیر (١٣٣٤ھ)	গণিত	উর্দূ
৯১।	রজবুস সাআতি ফি মিয়াহি লা য়াসতাওয়া وجہاوجوفہافیاالساحۃ	গণিত	উর্দূ
৯২।	ওয়াজহা ওয়া জাওফাহা ফিস সাহাতি المطر السعید علی بنت جنس الصعید (١٣٣٥ھ)	গণিত	উর্দূ
৯৩।	আল মাতরুস সায়ীদ আল বিনতি জিনসিস সায়ীদ سفر السفر عن الجفر بالجفر	গণিত/শিলা বিদ্যা	উর্দূ

নং	পুস্তক/পুস্তিকার নাম	বিষয়	ভাষা
৯৪।	সাফরুস সাফরি আনিল জুফরি বিল জুফরি	জুফর/নুজুম/ আকাশ বিদ্যা	উর্দূ
৯৫।	হুসনুত তা'আমাহ্ লি বয়ানি দুররাত তাইমাহ্ حسن التعمم لبیان حد التیمم (۱۳۲۵ھ)	ভূতত্ত্ব ও খনিজ বিদ্যা	উর্দূ
৯৬।	কিফলুল ফকীহিল ফাহীম ফি আহকামি কিরতাসিদ দারাইম كفل الفقيه الفاهم فی احكام قرطاس الدراهم (۱۳۲۴ھ)	অর্থনীতি/বাণিজ্য	আরবী
৯৭।	আনসাহালু হুকমাহ্ ফি ফিলিল হুসুসাহ্ انسح الحکومہ فی فعل الخصوصہ (۱۳۲۱ ھ)	সমাজবিজ্ঞান	উর্দূ
৯৮।	আল কাশ্ফু শাফিয়্যাহ হুকুম ফনোগ্রাফিয়া الکشف شافیہ حکم فونوغرافیا (۱۳۲۸ ھ)	শব্দবিজ্ঞান	উর্দূ
৯৯।	আল-মানি ওয়াদ দুরার লিমান আমাদা মনি অর্ডার المنی والدرر لمن عمد منی آرڈر (۱۳۱۱ھ)	ব্যাংকিং/বাণিজ্য	উর্দূ
১০০।	আফসাহুল বয়ান ফী হুকমে মযারি হিন্দুস্থান افصح البیان فی حکم مزارع ہندوستان	কৃষি	উর্দূ
১০১।	আল আহলা মান আসকারা ইয়াতলুবু সাকরা ওয়া সিররা الاحلی من السکر لطلبۃ سکر روسر (۱۳۰۳ھ)	রসায়ন	উর্দূ
১০২।	তাদবীরে ফালাহ্ ওয়ান নাজাত ওয়া ইসলাহ تدبیر فلاح ونجات واصلاح	সমাজ বিজ্ঞান/ অর্থনীতি	উর্দূ
১০৩।	ইলামূল ইসলাম বি আন্না হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম اعلام الاعلام بان هندوستان دار الاسلام	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিজ্ঞান	আরবী
১০৪।	দাওয়ামূল আয়শ ফীল আইয়্যাম্মাতি মিন কুরাইশ دوام العیش فی الائمۃ من قریش	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	উর্দূ
১০৫।	হাশিয়ায়ে মুকাদ্দামা ইবনে খালদুন حاشيه مقدمه ابن خلدون	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	আরবী
১০৬।	ফাতাওয়ায়ে রজভীয়া (৭ম খণ্ড) فتاوی رضویہ جلد ہفتم	বীমা/কো-অপারেটিভ/ শেয়ার বাজার	উর্দূ
১০৭।	ফাতাওয়ায়ে রজভীয়া ৮ম খণ্ড فتاوی رضویہ جلد ہشتم	প্রাণিবিদ্যা	উর্দূ

ইমাম আহমদ রেযা ইলমে মানকুল (ওহীলব্ধ বিদ্যা) তথা কুরআন-হাদীস বিষয়ে অনেক মূল্যবান ও গবেষণাধর্মী রচনার পাশাপাশি ইলমে মা'আকুল বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় অনেক মূল্যবান রচনা রেখে যান। তিনি বুদ্ধিভিত্তিক বিদ্যায় যে সব পুস্তক-পুস্তিকা ছেড়ে যান উহার একটা অসম্পূর্ণ সূচীক্রম আপনাদের সামনে রয়েছে। তাঁর মূল্যবান সৃষ্টিগুলোর মধ্যে পবিত্র কুরআনের সাবলীল ও মার্জিত উর্দূ অনুবাদ গ্রন্থ *'কানযুল ঈমান ফী তারজুমাতিল কুরআন'* (১৩৩০হিজরি/১০২১খ্রী) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ অনুবাদটা পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য অনুবাদ তো বটে, অন্যদিকে এটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক অনুবাদও। তাঁর অপর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো *'ফাতাওয়া-ই রেযভীয়া'*। যা বিশালাকার বার খণ্ডে বিভক্ত। এটা জ্ঞান-গবেষণার এক বিরাট ভাণ্ডার। যদিও এটা ইলমে ফিকাহর সমস্যা ও তার সমাধানে রচিত কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের প্রায় সকল দিক ও বিষয়ের আলোচনা এতে অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। *যেমন গণিত ও ভূগোল ইত্যাদির মতো বিষয় দ্বারা শরীঈ বিধান চয়ন করণ;*[২০] *ভুগোল ও ভূতত্ত্ব-বিদ্যার আলোকে কসরের সময়সীমা নির্ধারণ;*[২১] *জ্যোতির্বিদ্যা ও সময়বিদ্যার নীতিমালার আলোকে নামায এবং রোযার সময় নিরূপণ;*[২২] *অর্থনীতির আলোকে ব্যাংকিং পদ্ধতির আলোচনা;*[২৩] *ইলমে যীজাত, গণিত ও আকাশ-বিদ্যার সাহায্যে নতুন চাঁদ দেখার সমস্যার সমাধান ইত্যাদি।*[২৪]

'ফাতাওয়া-ই রেজভীয়া' ১ম খণ্ড যদিও পবিত্রতা শীর্ষক অধ্যায়ে বিন্যস্ত কিন্তু প্রাসঙ্গিক মাসাঈল বর্ণনায় এতে বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা পুরোপুরিভাবে করা হয়। যেমন- পানির মধ্যে রং আছে কি নাই? পানির বর্ণ সাদা, না কালো? মুক্তা, শীশা, কাঁচ পিষলে সাদা হয়ে যায় কেন? রঙিন প্রস্রাবের ফেনা সাদা কেন মনে হয়? আয়নায় ফাটল দেখা দিলে তা সাদা মনে হয় কেন? আয়নায় নিজ আকৃতি এবং অন্য কিছু কিভাবে দৃষ্টিগোচর হয়? আয়নার মধ্যে ডান পার্শ্ব বাম আর বাম পার্শ্ব ডান কেন দেখা যায়? বরফ সাদা হওয়ার কারণ, পাথর কিভাবে সৃষ্টি হয় এবং পাথরের বিভিন্ন প্রকার;

২০। ইমাম আহমদ রেযা : ফাতাওয়ায়ে রেজভিয়া, ২য় খণ্ড
২১। ইমাম আহমদ রেযা : জাদ্দুল মুমতার আলা রদ্দিল মুহতার, ১ম খণ্ড
২২। ইমাম আহমদ রেযা : ফাতাওয়ায়ে রেযভিয়া, ২য় খণ্ড
২৩। ইমাম আহমদ রেযা, ফাতাওয়ায়ে রেযভিয়া, ৭ম খণ্ড
২৪। ইমাম আহমদ রেযা : ফাতাওয়ায়ে রেযভীয়া, ৪র্থ খণ্ড

প্রকার; পারদ আগুনের মধ্যে স্থীর থাকে না কেন? চার পদার্থ একে অন্যের সাথে পরিবর্তন হওয়ার ১২টি পদ্ধতি; মাটির কোন অংশ মাধ্যম ব্যতীতও আগুনে পরিণত হয়, খনির প্রত্যেক কিছুই গন্ধক ও পারদের সন্তান; গন্ধক নারী না পুরুষ, বিন্দু ও *পরিধির মধ্যে সম্পর্ক; বৃত্তের বিন্দু, পরিধি ও ক্ষেত্র দ্বারা যে বস্তু বুঝায় তা জানার পদ্ধতি, মাটির প্রকারভেদ এবং তার স্তর বিন্যাস ইত্যাদি।*[২৫]

'*ফাতাওয়া- ই রেজভীয়া*'র সকল খণ্ডে বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক পুস্তক ও রচনা দেখা যায়। ফাতাওয়া-ই রেযভীয়া ৭ম খণ্ডতো অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতি, ব্যাংকিং এবং অপরাপর লেন-দেনের বিবিধ মাসআলায় পরিপূর্ণ। যদি বিচার-বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে এটা পাঠ করা হয় মনে হবে যে, এটা ইসলামী অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ- যা মুসলমানদের সমাজ জীবনে অত্যন্ত দরকারী।

ইমাম আহমদ রেযা ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয় বিষয়ে জ্ঞান রাখতেন। তাঁর সামনে ধর্ম ও বিজ্ঞান, মা'আকুলাত ও মানকুলাতের যে কোন জটিল থেকে জটিল বিষয় জিজ্ঞাসা করা হতো না কেন তিনি উপস্থিত ক্ষেত্রে উহার লিখিত বা মৌখিক জবাব দিয়ে দিতেন। অনেক ক্ষেত্রে কোন গ্রন্থের সাহায্য ছাড়া ঐ মাসআলার সমাধান দিতেন। উদাহরণস্বরূপ দ্বিতীয়বার হজ্বের সময় ১৩২৩ হিজরিতে মক্কা ও মদীনা শরীফের বিদগ্ধ আলেমগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আল্লাহ প্রদত্ত ইলমে গায়ব (অদৃশ্য জ্ঞান) এবং কাগজী নোট-এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার সম্পর্কে ফতোয়া তলব করলে তিনি মাত্র ৮ ঘন্টায় ২৪০ পৃ. সম্বলিত প্রাঞ্জল বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কোন গ্রন্থের সাহায্য ব্যতীত '*আদ্ দৌলাতুল মক্কীয়া বিল মাদ্দাতিল গায়বিয়া*' (১৩২৩ হিজরি) নামক এক প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তেমনিভাবে কাগজী নোটের মাসআলায় কয়েক ঘন্টায় আরবী ভাষায় কোন গ্রন্থ দেখা ছাড়াই '*কিফলুল ফকীহিল ফাহিম ফি আহকামি কিরতাসিদ দারাহিম*' (১৩২৪ হিজরি) এর মতো গ্রন্থ প্রণয়ন করেন- যা বর্তমান আধুনিক ব্যাংকিং ও অর্থনীতির বিষয়ের উপর অত্যন্ত গুরুত্বের দাবী রাখে। যা বিনা সুদে ব্যাংক পদ্ধতির শরীঈ বিধানের উপর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গ্রন্থও বটে। তিনি কোন গ্রন্থ একবার পড়লে তা তাঁর স্মৃতিতে অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ থাকতো। যেভাবে বর্তমানে কম্পিউটার বড় বড় গ্রন্থকে তার মেমোরিতে সংরক্ষণ করে থাকে। ওহীলব্ধ ও বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের যে কোন বিষয়ে তাঁর কাছে প্রশ্ন করা হলে

২৫। ইমাম আহমদ রেযা ঃ ফাতাওয়ায়ে রেযভীয়া, ১ম খণ্ড

তাঁর ধী-শক্তি ঐ প্রশ্নের সমাধান মুহূর্তেই বলে দিতো। যেভাবে বটন টিপলেই কম্পিউটার বলে দেয়। ইমাম আহমদ রেযার স্মৃতিশক্তির কিছু প্রমাণ দেখুন।
যেমন-

স্যান ফ্রানসিসকো আমেরিকার জ্যোর্তিবিজ্ঞানী প্রফেসর আলবার্ট এফ পোর্টা একদা এ বলে ভবিষ্যৎবাণী করলো যে, ১৭ ডিসেম্বর ১৯১৯ সালে একই সময়ের কয়েকটি গ্রহ সূর্যের সামনে চলে আসার দরুণ উদ্ভূত মধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর কোন কোন অংশে বিশেষত আমেরিকায় তাণ্ডব সৃষ্টি করবে। এ খবরটি ভারতের বানকিপুর হতে প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক এস্ত্রপ্রেস পত্রিকায় ১৮ অক্টোবর ১৯১৯ সালে প্রকাশ হয়। তখন আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী (ওফাত ১৩৮২/১৯৬২খ্রী) উক্ত খবরের পেপার কাটিং ইমাম আহমদ রেযার কাছে প্রেরণ করেন এবং তাঁর মতামত জানতে চান। তখন তিনি এ ভবিষ্যদ্বাণীকে ছেলে মানুষী আখ্যায়িত করেন এবং এ আমেরিকান জ্যোর্তিবিজ্ঞানীর অভিমতের খন্ডনে উর্দু ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্বলিত *'মুঈন-ই মুবীন বাহারে দাওরে শামস ও সাকুনে যমীন'* (১৩৩৮ হিজরি) নামক পুস্তক রচনা করেন। যা সম্প্রতি *'মসলিসে রেযা লাহোর'* থেকে প্রকাশিত হয়। এদরায়ে তাহকীকাতে ইমাম আহমদ রেযা পাকিস্তান, করাচি ১৯৮৯ সালে যার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করা হয়।

এ পুস্তক ছাড়াও তিনি আইনস্টাইন এবং নিউটনের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে আরো ৩টি বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক রচনা করেন। তাহলো-

১। *আল কালিমাতুল মূলহামাতু ফীল হিকমাতিল মুহকামা লি ওয়ায়ে ফালসাফাতিল মুশামমাহ্ (১৯১৯খ্রী)*
২। *ফাওযে মুবীন দর রদ্দে হরকতে যমীন (১৯১৯খ্রী)*
৩। *নযুলে আয়াতে কুরআন বে সাকুনে যমীন ওয়া আসমান (১৯১৯খ্রী)*

ইমাম আহমদ রেযা এ সব পুস্তক লিখে জ্যোর্তিবিজ্ঞানের অঙ্গনে তুমূল কাণ্ড সৃষ্টি করেন। কেননা তিনি নিউটন, আইনস্টাইন, ও আলবার্ট এফ পোর্টা, প্রমুখের প্রচারিত অভিমত খন্ডন করেন এবং কুরআন করীম দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, পৃথিবী স্থির, সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র পৃথিবীর চারিদিকে পরিভ্রমণে রত আছে। এ মতের স্বপক্ষে তিনি ১০৫টি প্রমাণ দাঁড় করেন- যার মধ্যে ১৫টি প্রমাণ পূর্বেকার লেখকদের গ্রন্থ থেকে আর ৯০টি দলীল স্বয়ং তিনি নিজেই দাঁড় করেন।

নিউটন ও আইনস্টানের মতবাদের সাথে পৃথিবীর সকলে কমবেশী পরিচিত। কিন্তু আমাদের উচিত যে, মুসলমানদের এ বড় বিজ্ঞানীর সমালোচনা ও পর্যালোচনা পাঠ করা। কারণ এ উভয়ই তাঁদের সমসাময়িককালের ছিলেন, তাছাড়া তাঁর প্রতিটি যুক্তি বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে উত্তীর্ণ। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. আবদুস সালাম ইমাম আহমদ রেযা *'রদ্দে হরকতে যমীন' গ্রন্থখানা অধ্যয়ন করে ড. মুহাম্মদ মাসউদ আহমদকে লিখিত এক পত্রে বলেছেন যে,*[২৬]

'মুঝে খুশী হুয়ি কেহ হযরত মাওলানা নে আপনে দলায়েল Logical Axiomatic *মে পাহলু মদ্দে নজর রাখা হে।'*

তাঁর (ইমাম আহমদ রেযা'র) পৃথিবীর গতিশীলতার মতবাদ খণ্ডন সম্পর্কে প্রফেসর আবরার হোসেন (আল্লামা ইকবাল ওপেন ইউনিভার্সিটি) লিখেছেন যে, 'আ'লা হযরতের সমালোচনা মূলত নিউটনের মতবাদের খন্ডনে। আ'লা হযরতের লেখাকে সাদাসিদাভাবে দেখে খন্ডন করাটা আমার মতে অবৈজ্ঞানিক কাজ। *কারণ অনেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী আজও এ প্রকার ধারনা পোষণ করে থাকেন।*'[২৭]

ইমাম আহমদ রেযা জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান ও আকাশ-বিজ্ঞানের সাথে সাথে গণিত ও জ্যামিতি শাস্ত্রেও ছিলেন মুকুটহীন বাদশা। গণিতশাস্ত্রে তিনি অনেক পুস্তক রচনা করেন এবং গণিতের অনেক পুস্তকের টীকা-টিপ্পনীও লিখেন এবং বিভিন্ন সময় গণিত বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানও প্রদান করেন-।

যেমন-

১৩২৯ হিজরি/১৯১১ খ্রী আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর বিখ্যাত গাণিতিক প্রফেসর ড. স্যার যিয়াউদ্দীন ভারতের গণিতবিদগণের কাছে উত্তর চেয়ে *'দবদবা-ই সিকান্দারী'* (রামপুর) পত্রিকায় চতুর্ভূজ সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন প্রকাশ করেন। যখন আ'লা হযরতের কাছে উক্ত প্রশ্ন পেশ করা হলো তিনি ঐ প্রশ্নের শুধু জবাব দেয়নি বরং সে সাথে অন্য একটি প্রশ্নও জবাবের সাথে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ করতে পাঠিয়ে দেন।

২৬। মুহাম্মদ যুফর উদ্দীন বিহারী, হায়াতে আ'লা হযরত, ১ম খণ্ড করাচি

২৭। ড. মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ, ইমাম আহমদ রেযা আওর নযরিয়ায়ে হরকতে যমীন, পৃ. ১৮/১৯, ১৯৮৩ করাচি।

ড. স্যার যিয়াউদ্দিন আ'লা হযরতের প্রশ্নের জবাব পত্রিকায় প্রকাশ করলে আ'লা হযরত ডক্টর সাহেবের জবাব ভুল প্রমাণ করে ছাড়েন। এতে ড. স্যার যিয়াউদ্দীন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, *ধর্মীয় জ্ঞান চর্চায় জীবন অতিবাহিতকারী একজন আলেমে- দ্বীন এতো বড়ো গণিতবিদও!*[২৮]

একদা স্যার যিয়াউদ্দীন কোন এক গাণিতিক সমস্যার সমাধানের জন্য জার্মান গমনের সব আয়োজন শেষ করেন। ইতিমধ্যে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বীনিয়াত বিভাগের প্রধান, প্রফেসর সৈয়্যদ সুলায়মান আশরাফ বিহারী (ওফাত ১৩৮৬ হিজরি/১৯৬৬খ্রী যিনি ইমাম আহমদ রেযার ছাত্র ও খলীফা ছিলেন) এর অনুরাধে বেরেলীতে আ'লা হযরতের দরবারে উপস্থিত হন। যখন ড. স্যার যিয়াউদ্দীন তাঁর জটিল গাণিতিক সমস্যা তাঁর সামনে পেশ করলেন, তিনি নিমিষেই উহার সমাধান দিয়ে দেন। পরে ড. স্যার যিয়াউদ্দীন স্বীয় এক অভিমতে বলেছেন যে, 'আমার প্রশ্নের উত্তর খুব কঠিন ও দুর্বোধ্য ছিলো। অথচ তিনি (আ'লা হযরত) অনায়সে এমন তড়িৎ সমাধান দেন যে, *তাতে মনে হলো এ বিষয়ে তিনি দীর্ঘকাল গবেষণা করেছেন। বর্তমান ভারতবর্ষে এটা জানার মতো লোক বিরল।*'[২৯]

অনুরূপভাবে ইমাম আহমদ রেযা শব্দ-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর উপর *'আল বয়ানু শাফিয়া হুকমে ফনোগ্রাফীয়া'* (১৩২৬ হিজরি) নামক একটি পুস্তক রচনা করেন। যদিও এটা ফিকহী বিষয়ের উপর রচিত কিন্তু সমস্ত আলোচনা বিজ্ঞান কেন্দ্রিক এবং শব্দের তরঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত। এছাড়াও জ্যোর্তিবিজ্ঞান ও পদার্থ বিজ্ঞানের উপর কতেক পুস্তক *'ফাতাওয়া-ই রেজভীয়া'*য় দেখা যায়। জ্যোর্তিবিজ্ঞানের সাথে সাথে নক্ষত্রবিদ্যা, সময়বিদ্যা (ইলমে তাওক্বীত) ও ইলমে তাকসীর-এর উপর তাঁর যথেষ্ট নৈপূণ্যতা অর্জন ছিলো। যেমন আল্লামা যুফর উদ্দীন বিহারী *'হায়াতে আ'লা হযরত'* গ্রন্থের ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, *'জ্যোতির্বিদ্যা ও নক্ষত্রবিদ্যায় পরিপূর্ণ দক্ষতার সাথে ইলমে তাওক্বীতেও ইজতিহাদের মর্যাদা রাখতেন। অর্থাৎ যদি এসব বিষয়ের আবিস্কারক বললেও অত্যুক্তি হবে না।*'[৩০]

২৮। মুহাম্মদ যুফর উদ্দীন বিহারী, হায়াতে আ'লা হযরত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬, করাচি।

২৯। প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৩

৩০। প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

ইমাম আহমদ রেযা বুদ্ধিভিত্তিক বিষয়ে যা কিছু লিখেছেন এর অনুপম বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তিনি প্রথমে হামদ ও সানা বর্ণনা করতেন। তারপর কুরআন মজীদের সূত্র ব্যবহার করতেন, অতপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বাণী (হাদীস) উদ্ধৃতি করতেন। তারপর সালফে সালেহীন উক্তির দ্বারা প্রমাণাদি সুদৃঢ় করতেন। এসব প্রমাণাদি একত্রিত করে নতুনভাবে আলোচনার বিন্যাস করতেন। আর সর্বশেষ স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করতেন। এমন কি বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাও কুরআন ও হাদীসের আলোকে লিখতেন। কুরআন মজীদ ও হাদীসে তাঁর অগাধ, পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞা ছিলো বলে তিনি কুরআন ও বিজ্ঞানকে কখনো পৃথক ভাবেননি। বরং বিজ্ঞানের প্রায় বিষয়ের উপর আলোচনা ও পুস্তক রচনার মাধ্যমে এটা প্রমাণ করেছেন যে, কুরআন মজীদ ও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা-এর পবিত্র হাদীসেই সকল শিক্ষা নিহিত আছে। এ কারণে ইমাম আহমদ রেযার চিন্তাধারার ধরণ বিজ্ঞানভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও মাযহাবী ছিলো। তিনি কোন জ্ঞান ও বিষয়কে মাযহাব বা ধর্ম থেকে পৃথক ভাবতেন না। এটার সুস্পষ্ট প্রমাণ এ যে, প্রফেসর হাকেম আলী (মৃ.১৯৪৪খ্রী) যিনি ইসলামিয়া কলেজ লাহোর-এর গণিতের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি ইমাম আহমদ রেযার কাছে পৃথিবীর গতিশীলতা সম্পর্কে মতামত জানতে চেয়ে স্বীয় এক পত্রে লিখেছেন যে, *'জনাব! দয়া করে আমার সাথে একমত হয়ে যান। ইনশাআল্লাহ! এতে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীগণকে আপনি মুসলমান হিসেবে পাবেন।'*[৩১]

ইমাম আহমদ রেযা তাঁর এ চিঠির যে জবাব প্রদান করেছেন তা মুসলিম বিজ্ঞানীদের জন্য চিন্তা-গবেষণা করার বিষয়। তিনি লিখেছেন যে, 'প্রিয় বন্ধু! বিজ্ঞানীরা মুসলমান হবে না যদি কুরআনের আয়াত ও নস (দলীল) সমূহকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও কাট-ছাঁট করে ইসলামী বিধি-বিধানকে বিজ্ঞানের সূত্র মোতাবেক করা হয়। আল্লাহর পানাহ্! এতে তো ইসলাম বিজ্ঞানকে কবুল করে নিলো, বিজ্ঞান ইসলামকে নয়। হাঁ তারা মুসলমান হবে এটাতে যে, যতো ইসলামী বিধান বিজ্ঞানের সাথে বিরোধ আছে সবটাতে যদি ইসলামের বিধি-বিধানকে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরা হয় আর বিজ্ঞানের প্রমাণকে খণ্ডন ও পদদলিত করা হয়।

৩১। ড. মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ, হায়াতে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী, পৃ. ১১২, করাচি

সর্বত্র বিজ্ঞানের সূত্র দ্বারা ইসলামী বিধানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয় আর বিজ্ঞান প্রত্যাখ্যান হয়। তবেই তারা হাতের মুঠোতে ধরা দেবে। *আর এটা আপনাদের মতো বিজ্ঞ বিজ্ঞানীদের জন্য আল্লাহর রহমতে কোন কঠিন ব্যাপার নয়।*'[৩২]

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ (প্রাক্তন অধ্যক্ষ সরকারী ডিগ্রী কলেজ, টাটটা, লাহোর) ইমাম আহমদ রেযার চিন্তা-চেতনা প্রসঙ্গে '*হায়াতে ইমাম আহমদ রেযা খাঁন*, গ্রন্থে লিখেছেন যে, 'মাওলানা বেরলভী জ্ঞান গবেষণায় যে নিয়ম পদ্ধতি চিহ্নিত করেছেন, যদি তা পালন করা হতো তবে আমাদের শিক্ষিত যুবকদের পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার প্রতি এতো আসক্তি আর ইসলামী চিন্তা-চেতনার থেকে এতে অমনোযোগিতার কারণ হতো না। *বরং আমার মতে স্বয়ং বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত কুরআন থেকে আলো হাসেল করে বর্তমানে তারা যেখানে পৌছেছে শত বছর আগে তথায় পৌছতে সক্ষম হতো।*'[৩৩]

ইমাম আহমদ রেযা পবিত্র কুরআনের জাহেরী বিদ্যার সাথে সাথে বাতেনী বিদ্যায়ও দক্ষ ছিলেন। অধিকন্তু তিনি কুরআনের অনুবাদে এ কথার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন যে, কুরআনের আয়াত যে বিষয়কে বর্ণনা করছে, ঐ বিষয়ের পরিভাষায় যেন এর অনুবাদ করা হোক। যাতে কুরআনে বর্ণিত জ্ঞানের গভীরতা সহজে পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে তাঁর সমসাময়িক বা পরবর্তী যুগের কুরআনের অনুবাদকগণ এ বিষয়ে তেমন একটা দৃষ্টি দেয়নি। এ কারনে কুরআনের অনুবাদকগণের কাতারে তিনি একক কৃতিত্বের দাবীদার। কারণ তিনি কুরআনের শব্দের অনুবাদে ঐ পরিভাষাই ব্যবহার করতেন যে, বিদ্যার বর্ণনায় আয়াতটি বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল বিষয়ের জ্ঞান দানে অনুগৃহীত করেছিলেন বলেই তিনি কুরআনের আয়াতের অনুবাদে সেই পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন- যা আয়াতের বিষয়বস্তুর সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। অপরাপর (উর্দু) অনুবাদকগণ এ প্রকারের অনুবাদ করতে সক্ষম হননি। কারণ তাদের মধ্যে কেহ বিজ্ঞানের পরিভাষা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। কিন্তু ইমাম আহমদ রেযা একজন আলেমে দ্বীন হওয়ার সাথে সাথে যেহেতু একজন বড় বিজ্ঞানীও ছিলেন, তাই তাঁর কুরআনের অনুবাদ পড়ে যেখানে একজন আলেমে দ্বীন অনুপ্রাণিত না হয়ে পারে না, সেখানে একজন বিজ্ঞানীও ইমাম আহমদ রেযার প্রতি আকর্ষিত হয়ে পড়েন এবং তিনি এটা জেনে খুশী হন যে, বিজ্ঞান আজ যে থিওরী পেশ করছে, আমাদের কুরআন তা চৌদ্দশত বছর পূর্বে পেশ করেছে।

৩২। প্রাগুক্ত পৃ.১১২

৩৩। প্রাগুক্ত, পৃ.১১৩

যেমন- আজ এ সত্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, মানুষ পৃথিবীর সীমান্ত অতিক্রম করে মহাশূণ্য ভেদ করে চাঁদে হাঁটতে সক্ষম হয়েছে।

এখন এ সত্যের জন্য পবিত্র কুরআন থেকে দু'টি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, প্রথমত, মানুষ কী পৃথিবীর সীমান্ত থেকে বের হতে পারবে, না পারবে না? আর সীমান্ত অতিক্রমকারী মুসলমান হবে, না কি অমুসলিম? দ্বিতীয়তঃ মানুষের পক্ষে চাঁদ বা অন্য গৃহে পৌছা সম্ভব, না কি নয়? এ দু'টি প্রশ্নের উত্তর পবিত্র কুরআনে ইমাম আহমদ রেযার অনুবাদ ছাড়া অন্য কোন অনুবাদকের অনুবাদে পাওয়া যাবে না। পবিত্র কুরআন উক্ত দু'টি প্রশ্নের সত্যতাকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন যে,

يمعشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطن

অর্থাৎ 'হে জিন ও ইনসানের দল! যদি তোমাদের পক্ষে এটা সম্ভবপর হয় যে, তোমরা আসমানসমূহ ও যমীনের প্রান্তগুলো থেকে বের হয়ে যাবে, তাহলে বের হয়ে যাও! বের হয়ে যেখানেই যাবে, সেখানেই তাঁরই রাজত্ব বিরাজমান। (সূরা রহমান-৩৩, অনুবাদ, কান্‌যুল ঈমান)

ইমাম আহমদ রেযা- এর কুরআনের অনুবাদ দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, পৃথিবীর সীমানা হতে বের হওয়া তো সহজ নয়, তবে যদি বের হওয়া যায়ও তবে রাজত্ব তাঁরই (আল্লাহরই) থাকবে। অর্থাৎ তিনি এ পৃথিবীরও প্রভু এবং মানুষ যে স্থানেই চলে যায় না কেন, সেখানেও তাঁরই রাজত্ব বিরাজমান। তিনি *'লা-তানফিযুনা ইল্লা বি সুলতান'* আয়াতাংশের অনুবাদ করেছেন- 'যেখানেই যাবে, সেখানেই তাঁর রাজত্ব বিরাজমান।' আর এ অনুবাদ বিজ্ঞান সম্মত। কারণ এতে এ ইঙ্গিত আছে যে, মানুষ চেষ্টা ও সাধনার ফলে একদিন পৃথিবীর প্রান্তসীমা অতিক্রম করতে পারবে। আর বর্তমান শত শত লোক মহাশূণ্যে ভ্রমণ করছে, পৃথিবী থেকে ৩০ হাজার হতে ৪০ হাজার ফুট উঁচুতে পৌঁছে যাচ্ছে। রকেট আবিস্কারের মাধ্যমে মানুষ চন্দ্র অভিযানে সফল হয়েছে। এখন পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত মঙ্গল গ্রহের দিকে অভিযান চালাচ্ছে। যদি পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে বের হওয়া অসম্ভব হতো, তবে কোনভাবেই কোন মানুষের পক্ষে হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও পৃথিবীর প্রান্তসীমা অতিক্রম সম্ভব হতো না। 'তোমরা পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে বের হতে পারবে না'- এটা যদি কুরআনের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হতো- তবে আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিপরীতে মানুষ এ কাজ আঞ্জাম দিতে কখনো সক্ষম হতো না। কিন্তু কুরআন এখানে এ দিকে ইঙ্গিত করছে যে, মানুষের পক্ষে একদিন পৃথিবীর প্রান্তসীমা অতিক্রম সম্ভব হবে। যেহেতু কুরআনের দাবী হচেছ যে, *'এতে প্রত্যেক বস্তুর বর্ণনা রয়েছে।'*

অধিকন্তু ইমাম আহমদ রেযা রেযা যখন এ তত্ত্ব কুরআনের মধ্যে তালাশ করে ফিরলেন তখন কুরআন উত্তর দিলো যে, *'বের হয়ে যেখানেই যাবে, সেখানেই তাঁর রাজত্ব বিরাজমান।'* পক্ষান্তরে অপরাপর কুরআনের (উর্দু) অনুবাদকের অনুবাদ দ্বারা এটা স্পষ্ট হয় যে, মানুষের পক্ষে পৃথিবীর প্রান্তসীমা থেকে বের হওয়া অসম্ভব। যেমন তাঁর 'লা-তানফিযুনা ইল্লা বি সুলতান' আয়াতাংশে তরজমা এভাবে করেছেন যে,

১. *'মাগর বেদূন যূর কে নেহী নিকল সেকতে (আওর যূর হে হী নেহী) অর্থাৎ কিন্তু শক্তি ছাড়া বের হতে পার না। (আর শক্তিই তো নেই) (মৌঃ আশরাফ আলী থানভী)*

২. *আওর যূরকে সেওয়া তুম নিকল সেকতে হী নেহী। অর্থাৎ শক্তি ব্যতিরেকে তোমরা বের হতেই পার না।' - (ফতেহ মুহাম্মদ জালন্ধরী)*

৩। *'মাগর কুছ এই সা হী যুর হ তু নিকলো।' অর্থাৎ 'যদি এমন শক্তি হয়, তবে বের হও।' (ডিপুটি নজীর আহমদ)*

৪। *'নেহী ভাগ সেকতে উস কে লিয়ে বড়া যুর ছাহিয়ে'*

অর্থাৎ 'পালাইয়া যাইতে পার না। সেই জন্য তো খুব শক্তি সামর্থ্যের প্রয়োজন।' (মৌঃ মওদূদী, আব্দুর রহীম অনূদিত)

তেমনিভাবে দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে, মানুষ পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহে যেতে পারবে কি; পারবে না। তার জবাবও শুধু ইমাম আহমদ রেযার অনুবাদে দেখা যায়। যদিও তাঁর যুগে মানুষ চাঁদে পরিভ্রমণ করে নি, তবুও মানুষের সাফল্যের দৌড়কে তিনি গভীরভাবে বুঝেছেন। তাই নিম্নের আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের দ্বারা পৃথিবী ছাড়া অন্য গ্রহে আরোহণ সম্ভব। এরশাদ হচ্ছে-

والقمر اذا تسق – لترکبن طبقا عن طبق – فمالهم لا یومنون

অর্থাৎ *'এবং চন্দ্রের (শপথ), যখন পূর্ণাঙ্গ হয়, অবশ্যই তোমরা স্তরের পর স্তর আরোহণ করবে, অতএব তাদের কি হলো, তারা ঈমান আনছে না।'* (সূরা ইনশিক্বাক্ব-১৮-২৩, অনুবাদ- কান্যুল ঈমান)

এখানে তিনি لترکبن طبقا عن طبق আয়াতের তরজমা *'অবশ্যই তোমরা স্তরের পর স্তর আরোহণ করবে'* করে এটা বলে দিয়েছেন যে, মানুষ মহাশূণ্য ভেদ করে বাইরে কোথাও গেলে অবশ্যই তা দ্বিতীয় কোন স্তর হবে আর *'এবং চন্দ্রের (শপথ), যখন পূর্ণাঙ্গ হয়'* এ আয়াত দ্বারা ইঙ্গিত করছে যে, ঐ স্তর হবে চাঁদ। আর সম্ভবত এভাবে মানুষ স্তরের পর স্তর আরোহণ করতে থাকবে।

'অতএব, তাদের কি হলো, তারা ঈমান আনছে না' আয়াতও এটা ইঙ্গিত করছে যে, যে বা যারা চন্দ্র বা অন্য কোন গ্রহে আরোহণ করবে তারা মুসলমান হবে না

বরং অমুসলিম হবে। আমরা জানি যে, চন্দ্রে প্রথম আরোহণকারী নীল আর্মস্ট্রং, ও অলড্রিন প্রমুখ অমুসলিম ছিলেন।[৩৪]

যদি কুরআন এ কথা বলতে না পারতো যে, মানুষ কি অন্য গ্রহে যেতে পারবে, না নয়? তবে কুরআনের এ দাবী সঠিক হতো না যে, *'প্রত্যেক আর্দ্র ও শুস্ক বস্তুর বর্ণনা কুরআনে উল্লেখ রয়েছে', বা প্রত্যেক কিছুর বর্ণনা এ কুরআনে আছে।'* তাই কুরআনের গূঢ় রহস্য বুঝার জন্য বিশেষতঃ আজকের যুগে ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি বৈষয়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর পারদর্শী হওয়া একান্ত দরকার। ইমাম আহমদ রেযা কুরআনের অনুবাদে এমন শব্দ নির্বাচন করেছেন, যেখানে ধর্মীয় বিধির পাবন্দী করার সাথে সাথে অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিও দিক নির্দেশ করেছেন। অথচ এ আয়াতের অপরাপর অনুবাদকগণের অনুবাদ দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয় না যে, এ আয়াত মানুষের সাফল্যের প্রতিও ইঙ্গিত করেছে। নিচে কিছু অনুবাদ প্রত্যক্ষ করুন-

১। 'আলবত্তা সওয়ার হুগে তুম এক হালাত পর এক হালাত হে' অর্থাৎ 'অবশ্যই আরোহণ হবে তোমরা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায়। (শাহ্ রফি উদ্দীন দেহলভী)

২। 'কেহ তুম লোগো কো জরুর এক হালাত কে বাদ দোসরী হালাত কো পৌছনা হে' অর্থাৎ, তোমরা অবশ্যই এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায় পৌছবে। (আশরাফ আলী থানবী)

৩। তোমাদেরকে অবশ্যই স্তরে স্তরে এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরের দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতে হবে। (মৌঃ মওদুদী, আবদুর রহীম অনূদিত)

উক্ত সব অনুবাদ দ্বারা মহাকাশের গ্রহ, নক্ষত্রে পরিভ্রমণের সম্ভাবনার দিক ফুটে উঠে না, অথচ এ সব আয়াতে মহাকাশে মানুষের পরিভ্রমণের সম্ভাবনার কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যা শুধুমাত্র ইমাম আহমদ রেযার অনুবাদ দ্বারাই সুস্পষ্ট হয়। তাই উপমহাদেশে ইমাম আহমদ রেযার মতো বিজ্ঞ আলেম দ্বিতীয় কেহ ছিল না। তাঁর অনুবাদে শব্দ চয়নে ধর্মীয় দিক ফুটে উঠার সাথে সাথে বিজ্ঞানের দিকও সুস্পষ্ট হয়।

ভূতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর দূরদৃষ্টির একটি উদাহরণও দেখুন। পবিত্র কুরআনের সূরা নাযিয়াতের ৩০নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

والارض بعد ذالک دحها

৩৪। আহবারে জঙ্গ, ২১ জুলাই ১৯৬৯।

অর্থাৎ *'এবং এর পরে পৃথিবীকে প্রসারিত করেছেন।'* (সূরা নাযিয়াত ৩০, অনুবাদ: কানযুল ঈমান)
অপরাপর অনুবাদকগণ 'দাহহা' শব্দের অর্থ 'প্রসারিত' করা স্থলে 'জমাট' অর্থ করেছেন। অথচ, 'প্রসারিত করা' এবং 'জমাট করা' দু'টি বিপরীতধর্মী অর্থ। জমাট করা দ্বারা যে অর্থ বোধগম্য হয় তা হলো স্তর স্তর একটার উপর অন্যটা জমে যাওয়া। আর প্রসারিত হওয়া দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন বস্তুর আয়তন বৃদ্ধি হওয়া।
ভূতত্ত্ব বিদ্যায় জমিন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, *পৃথিবী যখন হতে অস্তিত্বে এসেছে তা বরাবর প্রসারিত হতে আছে।*[৩৫]

এ কাজ এভাবে হচ্ছে যে, দুনিয়ার সকল বড় বড় সমুদ্রের মধ্যভাগে ৫ থেকে ৬ মাইল গভীর গর্ত (Oceanic Trenches) দেখা যায়। এ সব গর্ত হাজার মাইল দীর্ঘ হয়ে থাকে। আর ঐ সব গর্ত থেকে সর্বদা উত্তপ্ত গলিত লাভা (Lava) নির্গত হয়। আর ঐ লাভা উপরে আসার পর উভয় পার্শ্ব শীতল হয়ে গিয়ে কঠিন হয়ে যায়। যখন নতুন লাভা বের হয়, তখন প্রথমে জমাকৃত লাভাগুলো ডান ও বাম দিকে সরে যায়। আর ক্রমান্বয়ে নতুন নির্গত লাভার ধাক্কায় পূর্বের শক্ত লাভাগুলো সামনের দিকে সরতে থাকে। আর এতে মহাদেশগুলোও ক্রমান্বয়ে আপন স্থান থেকে সরতে থাকে। সমুদ্র আরো পেছনে চলে যায়। ভূমি উঁচু হতে থাকে। *এ কাজ যদিও অত্যন্ত ধীরগতিতে হচ্ছে, কিন্তু সর্বদা এ প্রক্রিয়া জারী রয়েছে।*[৩৬]

ভূপৃষ্ঠ এ ধীরগতিতে প্রসার লাভ করার দরুণ ভূস্তর উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। ভূপৃষ্ঠের এ প্রসারতার গতিবেগের পার্থক্যের দরুন কতেক মহাদেশ ৩ সেন্টিমিটার। এশিয়া মহাদেশের পাক-ভারত উপমহাদেশের ভূ-ভাগ প্রতিবছর ৩.৫ সেন্টিমিটার উপরে উঠে থাকে। এতে আরব সাগর বরাবর পেছনের দিকে সরে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর ভূ-ভাগের এ প্রসারতার কথা সূরা নাযিয়াতের উক্ত ৩০নং আয়াতে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আহমদ রেযা কুদরতের এ কার্য সমুদ্রের ৬ মাইলে গভীর নিচে হতে যাচ্ছে- তা দেখেছেন আর এ কার্যকে ভূতত্ত্ববিদ্যার পরিভাষায় এভাবে বর্ণনা করলেন যে, *'এর পরে পৃথিবীকে প্রসারিত করেছেন।'* (কানযুল ঈমান)

৩৫। Sawkins F-set 1987, The Evolving Earth 2nded. Page :153
৩৬। Arthur Hlomes 1972 Principles of Physical Geology.

পৃথিবীর ভূ-ভাগ দিন দিন বিস্তৃত হওয়ার এ বর্ণনা শুধু ইমাম আহমদ রেযার মতো বিজ্ঞানীর পবিত্র কুরআনের অনুবাদেই দেখা যায়। কেননা বাহ্যিক শব্দের সাথে সাথে তিনি কুরআনের আভ্যন্তরীণ (বাতিনী) দিকও বুঝতেন। উর্দু ভাষায় কোন অনুবাদকই এ আয়াতের অনুবাদে এ প্রচলিত পরিভাষা মোতাবেক করেন নি, যে পরিভাষার প্রতি উক্ত আয়াতে ইশারা রয়েছে। কুরআনের উর্দু অনুবাদকগণের মধ্যে একমাত্র ইমাম আহমদ রেযাই অনুবাদের বেলায় সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্ট নিবদ্ধ রেখেই কুরআনের অনুবাদ করেছেন- এ দাবীর স্বপক্ষে আর একটি উদাহরণ পেশ করছি।

আমি ভূতত্ত্ব বিদ্যায় এম.এস.সি করি। আর বিগত ২০ বছর যাবত করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূ-তত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনা করে আসছি। এ কারণে আমার দৃষ্টি যখন কুরআনের অনুবাদের প্রতি পড়ে। তখন আমি এ সব আয়াতে ঐ কানুন অনুসন্ধান করতে থাকি যা পৃথিবীর ভূ-ভাগ সৃষ্টি এবং এটার গঠনের সাথে সম্পর্ক রাখে। কিন্তু কুরআনের কোন (উর্দু) অনুবাদ আমাকে এতদবিষয়ে কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি। কারণ ভূ-তত্ত্ব বিদ্যায় পৃথিবীর ভূ-ভাগ গঠন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পৃথিবী যখন সৃষ্টি করা হয় তখন তা ছিল অগ্নিপিণ্ডের মত খুবই উত্তপ্ত। ক্রমশ তা শীতল ও কঠিন হতে থাকে। আর এ শীতল হওয়া কালে এটা সর্বদা কম্পমান অবস্থায় থাকতো। পৃথিবী স্থির ছিল না। এটার সাথে সাথে ভূ-পৃষ্ঠের উপর পাহাড় সৃষ্টির প্রক্রিয়াও শুরু হলো। ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ যদিও শীতল হয়ে গেছে কিন্তু তার অভ্যন্তরভাগে উত্তপ্ত লাভা তরল অবস্থায় বিদ্যমান। আর সমুদ্র গর্ভে ও ভূপৃষ্ঠে যে পাহাড় অবস্থিত, তা ঐ উত্তপ্ত তরল লাভার উপর এমনভাবে নোঙ্গর করে আছে যেভাবে সামুদ্রিক জাহাজ নোঙ্গর অবস্থায় স্থির থাকে। জাহাজের নোঙ্গর যেমন জাহাজকে নড়াচড়া থেকে রক্ষা করে থাকে, আল্লাহ তা'আলাও তেমনি পাহাড়ের নোঙ্গর দিয়ে পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠকে তার নড়াচড়া থেকে রক্ষা করেছেন।

এ জন্য ভূ-ভাগকে আমাদের স্থির মনে হয়। আর যখন কোথাও এ কুদরতী নোঙ্গরে পার্থক্য সৃষ্টি হয় বা এটার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়, তখন ঐ স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। আর কখনো বা অগ্নিয়গিরীর উদগীরন হয়। কারণ এ সব পাহাড়ের ভেতর অগ্নিয়গিরী বা লাভা বিদ্যমান রয়েছে। কোথাও এটার গভীরতা কয়েক মাইল আর কোথাও হাজার ফুট। আর কঠিন ভূমির নিচে রয়েছে শুধু লাভা আর লাভা। ভুমিকম্পের যে অনুভূতি আমরা কয়েক মিনিটের জন্য অনুভব করে থাকি পৃথিবী সৃষ্টির পর পুরো পৃথিবীটা তেমনিভাবে নড়াচড়া করতো। আল্লাহ তা'আলা পাহাড় সৃষ্টির দ্বারা এতে নোঙ্গর ফেলেছেন। আর পৃথিবীকে স্থিরতা দান করেছেন।

এ সব বিষয়কে ভূ-তত্ত্বের পরিভাষায় Isostatic Theory বলা হয়। কুরআনেও পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠ গঠন সম্পর্কে বিভিন্নভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু অনেক অনুবাদক কুরআনের ঐ সব আয়াতের শাব্দিক ও আভিধানিক অনুবাদ তো অবশ্যই করেছেন, তবে ঐ সব আয়াতের মধ্যে জ্ঞানের যে সমুদ্র লুকায়িত আছে তা বুঝতে তারা সক্ষম হননি। কারণ হলো, এ সব অনুবাদক বাহ্যিক শব্দের প্রতিবিম্বতা প্রকাশ করেছে মাত্র। আর ইমাম আহমদ রেযা ঐ আভ্যন্তরীণ বিষয় বুঝে অনুবাদে শব্দের চয়নও ঐ বিদ্যার সাথে সামঞ্জস্য রেখে করেছেন যেটা ঐ আয়াত চিহ্নিত করেছে। যেমন সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

وجعلنا فى الارض رواسى ان تميد بهم

১। অর্থাৎ 'এবং যমীনে আমি নোঙ্গল ফেলেছি, যাতে সেগুলো নিয়ে প্রকম্পিত না হয়।' (সূরা আম্বিয়া-৩১, অনুবাদ, কান্‌যুল ঈমান)

২। 'আর যমীনে আমি রেখে দিয়েছি ভারী বোঝা, কখনো তাদেরকে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে।' (মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী)

৩। 'আর রেখেছি আমি যমীনে বোঝা, কখনো তাদেরকে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে।' (শাহ্ আবদুল কাদের)

৪। আর আমি যমীনে জমানো পাহাড় তৈয়ার করেছি যাতে একদিকে তাদের সাথে ঝুঁকে না পড়ে। (আবুল কালাম আযাদ)

৫। আর আমরা জমিনে পাহাড় দাঁড় করিয়ে দিয়েছি, যেন উহা তাদেরকে নিয়ে কেঁপে ঢলে না পড়ে। (মওদূদী)

ইমাম আহমদ রেযার অনুবাদ ছাড়া অন্যান্যদের অনুবাদে এ কথা স্পষ্ট হয় না যে, পাহাড় কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে আর পৃথিবীর স্থিরতা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত। কোন অনুবাদকের অনুবাদ Isostatic Theory মতো হয়নি। এটা শুধু ইমাম আহমদ রেযার চিন্তা-শক্তির গভীরভাবে প্রমাণ করেছে যে, তিনি দু'টি শব্দের যে কুদরতী কার্য সংগঠিত হয়েছে তা এভাবে পেশ করে দিয়েছেন যে, পাহাড়কেই অবশ্যই জমানো হয়েছে আর এটা নোঙ্গর করার মতো। কারণ ভূতত্ত্ব বিষয়ে যার জ্ঞান আছে সে অবশ্যই জানে যে, পাহাড় কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

অপরাপর অনুবাদকের অনুবাদ দ্বারা যা বুঝা যাচ্ছে তা হলো, পৃথিবী যেহেতু লোকের বোঝার দরুণ এদিক সেদিক ঝুঁকে আছে, এজন্য পাহাড়কে জমানো হয়। অথচ পৃথিবী মানুষ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই স্থিরতা লাভ করেছে। অর্থাৎ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম মানুষ হিসেবে দুনিয়াতে আসার পূর্ব থেকে এ পৃথিবী অবশ্যই স্থির ছিল। আর যদি মানুষের বোঝার কারণে পৃথিবী নড়াচড়া করতো তবে এখনও তা নড়াচড়া করতো। শুধু পাকিস্তানের কথা বলি, লক্ষ বর্গ মাইল এ রাষ্ট্রে শুধুমাত্র করাচিতে মানুষের আবাস এক কোটির চেয়ে বেশি- যা কয়েক বর্গ মাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এতে লোকের বোঝার কারণে করাচি তলিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।
অথচ এমনটি হচ্ছে না। কারণ মানুষের বোঝার দরুণ পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হয় না। অতএব মানুষের বোঝার কারণে পৃথিবীর হেলে দোলাটা ঠিক নয়। যেমনটি অন্যান্য অনুবাদকের অনুবাদ দ্বারা বুঝা যায়। এসব উদাহরণ দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয় যে, ইমাম আহমদ রেযা এর কুরআনের অনুবাদটা সকল উর্দু অনুবাদের মধ্যে সঠিক ও নির্ভুল অনুবাদ হওয়ার সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সম্মতও।

এসব প্রমাণ ও সাক্ষ্য দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয় যে, মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাঁরা ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক উভয় প্রকার জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন ইমাম আহমদ রেযা তাঁদের অন্যতম। ইমাম গায্যালী (রহ.) যেমন ধর্মীয় জ্ঞানের মুজাদ্দিদ ছিলেন, তেমনি তাঁকে সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন ও নীতিবিদ্যা ইত্যাদ জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও মুজাদ্দিদ হিসেবে মেনে নেয়া হয়। এভাবে ইমাম রাযী, আল-বেরুনী, ইবনে সিনা ও ইবনে খালদুন প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

এসব কালোত্তীর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে ইমাম আহমদ রেযারও একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। ইসলামী জগত ইমাম আহমদ রেযাকে দ্বীন ও মিল্লাতের মহান মুজাদ্দিদ হিসেবে মেনে নিয়েছেন।[৩৭] কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান-গবেষণায়ও তাঁর মধ্যে মুজাদ্দিদের নূরানী আভা পরিলক্ষিত হয়। যার প্রমাণ এ যে, সত্তর এর অধিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গবেষণাধর্মী রচনা পরিদৃষ্ট হয়, যা তাঁকে একজন উঁচুমাপের বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। যদি তাঁর রচনাবলী সহজ-সরল ভাষায় দুনিয়ার মানুষের সামনে পেশ করা হতো, তবে আমার মনে হয় যে, তাঁর অনেক গবেষণাধর্মী পুস্তক নোবেল পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতো।

এ প্রসঙ্গে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর ড. স্যার যিয়াউদ্দীনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, *'আপন দেশে (ভারতবর্ষে) আহমদ রেযার মতো এতো বড় জ্ঞান-বিশারদ ও পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব থাকতে আমরা ইউরোপে গিয়ে যা কিছু শিখেছি মনে হয় এতে সময় অপচয় করেছি।'*
মুফতী বুরহানুল হক জবলপুরী (ওফাত:১৯৮৪ খ্রী) (যিনি ছিলেন ইমাম আহমদ রেযার ছাত্র ও খলীফা এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নার অন্তরঙ্গ বন্ধু) তাঁর নিজ কানে শুনা ইমাম আহমদ রেযা সম্পর্কে ড. স্যার যিয়াউদ্দীনের এ অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, 'এতো বড় গবেষক ও আলেম হয়তো এ যুগে তিনি ছাড়া অন্য কেউ থাকতেও পারে। আল্লাহ তাঁকে এতো জ্ঞান দান করেছেন এতে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। দ্বীনী, মাযহাবী ও ইসলামী জ্ঞানের পাশাপাশি গণিত, জ্যামিতি, জবর ও মুকাবালা, তাওক্বীত, ও জ্যোতিবিদ্যা ইত্যাদিতে তাঁর এতো বড় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ছিলো যে, *আমার বিবেক বুদ্ধি যে গাণিতিক সমস্যা সপ্তাহব্যাপী চিন্তা-গবেষণা করেও সমাধান করতে পারিনি তিনি কয়েক মিনিটের মধ্যে (কোন গ্রন্থের সাহায্য ছাড়া) মীমাংসা করে দেন। সত্যিকার অর্থে এ ব্যক্তি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য।*'[৩৮]

৩৭। ড. মুহাম্মদ মাসউদ আহমদঃ ইমাম আহমদ রেযা আওর আলমে ইসলাম, পৃ.৬৪, করাচি।
৩৮। মুহাম্মদ বুরহানুল হক জবলপুরীঃ একরামে ইমাম আহমদ রেযা, পৃ.৬, লাহোর।

ইমাম আহমদ রেযার জ্ঞানের বিশালতার প্রতি যখন হাকীম মুহাম্মদ সাঈদের মতো জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির দৃষ্টি পড়লো তখন তাঁর মতো এক বিজ্ঞ চিকিৎসা বিজ্ঞানী এক পত্রে ইমাম বেরলভী সম্পর্কে এ অভিমত ব্যক্ত করলো যে, 'বিগত অর্ধ শতাব্দীতে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী যে সব জ্ঞানী ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের মধ্যে মাওলানা আহমদ রেযার স্থান অনেক উর্ধ্বে। তাঁর ইলমী, দ্বীনী ও জাতীয় খিদমতের পরিধি অনেক ক্ষেত্রে বিস্তৃত। ফিকাহ্ ও দ্বীনী বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার পাশাপাশি বিজ্ঞান ও তিব্বে (চিকিৎসাবিদ্যায়)ও তাঁর প্রজ্ঞা পূর্ববর্তী উলামাদের চিন্তা-চেতনার স্বার্থক উত্তরাধিকার। যাতে ধর্মীয় ও বৈষয়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য ছিল না।

তাঁর ব্যক্তিত্বের এ দিকগুলোতে বর্তমানকালের উলামা ও আধুনিক শিক্ষিত উভয় শ্রেণীর লোকদের জন্য চিন্তা-গবেষণার অনেক কিছু রয়েছে। *তাঁর রচনাবলী অধ্যয়নে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক অজানা অধ্যায় আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়।*'[৩৯]

ইমাম আহমদ রেযা পশ্চিমা বিশ্বেও পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁর রেখে যাওয়া ইলমী সম্পদগুলোকে যদি আরো বেশী তুলে ধরা হয় তবে আমার বিশ্বাস যে, পাশ্চাত্য বিশ্বের চোখ খুলে যাবে। তারা এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভেতর প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন চিন্তা-চেতনার সন্ধান পাবে এবং জ্ঞানের নতুন দিক ও বিভাগের সাথে পরিচিত হবে। তখন এটা বেশী দেরী হবে না যে, ইতিহাসে একজন মুসলিম বিজ্ঞানী হিসেবে ইমাম আহমদ রেযা অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতো স্বীয় জ্ঞানের বিশালতার কারণে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিস্কারক হিসেবে স্বীয় স্থান করে নেবে।

PDF by Sumon Mahmud

৩৯। হাকীম মুহাম্মদ সাঈদঃ ইমাম আহমদ রেযা কনফারেন্স স্মরণিকা, ১৯৮৮, পৃ. ১৫, এদরায়ে তাহক্বীক্বাতে ইমাম আহমদ রেযা, পাকিস্তান, করাচি।

পাশ্চাত্য দুনিয়ার কয়েকজন গবেষক ইমাম আহমদ রেযার জীবন ও কর্মের উপর গবেষণায় রত আছেন। তাঁদের মধ্যে একজন প্রফেসর ড. জে.এম. এইচ বিলয়ান। যিনি লিডেন ইউনিভার্সিটি (হল্যান্ড) এর ইসলামী শিক্ষা বিভাগের একজন প্রবীণ প্রফেসর এমিরেটাস। তিনি বিগত দশ বছর যাবত ইমাম আহমদ রেযার প্রকাশিত গ্রন্থাবলী বিশেষত *'ফাতাওয়া-ই রেজভীয়া'* অধ্যয়ন করে যাচ্ছেন।

তিনি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মাসউদ আহমদকে এক পত্রে ইমাম আহমদ রেযা সম্পর্কে এভাবে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, *'প্রকৃতপক্ষে তিনি (ইমাম আহমদ রেযা) ছিলেন একজন বড়ো গবেষক ও চিন্তাবিদ। তাঁর ফতোয়াগ্রন্থ পড়ে আমি তাঁর অধ্যয়নের বিশালতা দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছি। আপনার এ চিন্তাধারা সঠিক যে, আহমদ রেযাকে পাশ্চাত্য দুনিয়ায় পরিচিত করানো উচিত।'*[৪০]

তিনি অপর এক পত্রে লিখেছেন যে,
'ইমাম আহমদ রেযার রচনাবলী যতই অধ্যয়ন করছি ততই বেশি তাঁর পেশকৃত অগণিত দলীল ও প্রমাণ দ্বারা আশ্চর্যিত হয়ে যাই। তিনি স্বীয় বিষয়বস্তুতে খুব দক্ষ ছিলেন।'[৪১]

প্রফেসর ড. বিলয়ান অপর এক অভিমত যা পাকিস্তান টেলিভিশন ইনসাইক্লোপিডিয়া প্রোগ্রাম নম্বর ৩৮;২২ জুলাই এবং ১২ আগস্ট ১৯৮৯ সালে প্রচার করা হয় তা হলো-

---

৪০। মা'আরিফ-ই রেযা, সংখ্যা ৭, ১৯৮৭, পৃ. ৬৮, এদরায়ে তাহক্বীক্বাতে ইমাম আহমদ রেযা পাকিস্তান, করাচি।

৪১। প্রাগুক্ত, পৃ.৮৬

PDF by Sumon Mahmud

'অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, আজ পর্যন্ত পশ্চিমা গবেষকগণ উপমহাদেশের এ বড় ইমামকে নিজেদের গবেষণায় দুঃখজনকভাবে মনোযোগ দেয়নি।'[৪২]

পরিশেষে হাকীম মুহাম্মদ সাঈদ (চেয়ারম্যান হামদর্দ ট্রাস্ট) এর অভিমতের উপর এ প্রবন্ধের ইতি টানবো। তিনি লিখেছেন যে, 'ফাযেলে বেরলভীর ফতোয়ার বৈশিষ্ট্য এ যে, তিনি শরঈ আহকামের গভীরে পৌছার জন্য বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যার সকল উপকরণ থেকে সাহায্য নিতেন।

আর তিনি এ সত্য সম্পর্কে ভালোভাবে অভিজ্ঞ ছিলেন যে, কোন শব্দের অন্তর্নিহিত বিশ্লেষণের জন্য জ্ঞানের কোন বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ হওয়া উচিত। তাই তাঁর ফতোয়ায় জ্ঞানের অনেক বিষয়ের তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান মিলে। তবে চিকিৎসাবিদ্যা ও এ বিদ্যার অন্যান্য শাখা যেমন কিমা ও ইলমে যে আহযার বিষয়ে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব ছিলো। এতে এ সব বিষয়ে যে বিস্তৃত তত্ত্ব পাওয়া যায় তাতে তাঁর সুক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি ও চিকিৎসাবিদ্যায় নৈপূণ্যতার অনুমান হয়। তিনি আপন রচনাবলীতে শুধু একজন মুফতী নন বরং একজন বিজ্ঞ চিকিৎসাবিদও বলে মনে হয়। তাঁর গবেষণার এ বৈশিষ্ট্য ও ধারা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, দ্বীন (ধর্ম) ও তিব্ব (বিজ্ঞান) এর মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ট।'

৪২। মা'আরিফ-ই রেযা, সংখ্যা ৯, ১৯৮৯,পৃ.১০০

PDF by Sumon Mahmud

PDF by Sumon Mahmud

রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

খতমে নবুয়্যত, কানযুল ঈমান ও ইমাম আহমদ রেযা

আ'লা হযরতের বৈচিত্রময় জ্ঞান পরিক্রমা

সুলতানুল হিন্দের দেশে (সফর নামা)

আল কোরআন ও ছাহেবে কোরআন

ষড়যন্ত্রের অন্তরালে অজানা ইতিহাস

আ'লা হযরত এক অসাধারণ মনীষা

ছাত্র জনতার প্রতি আল্লামা কাযেমী

গাউসুল আজম ও গিয়ারভী শরীফ

যুগ জিজ্ঞাসা : ইসলামী সমাধান

আল আরাফাহ, হজ্ব নির্দেশিকা

যিয়ারতে হেরমাঈন শরীফাঈন

বাহারে শরীয়ত (১ম খণ্ড)

বাহারে শরীয়ত (২য় ও ৩য় খণ্ড)

বাহারে শরীয়ত (৪র্থ খণ্ড)

বাহারে শরীয়ত (৫ম খণ্ড)

আজান ও দরূদ শরীফ

সুন্নীয়তের পঞ্চরত্ন

রেযা ইসলামিক একাডেমী বাংলাদেশ

তৈয়্যবিয়া মার্কেট, বহদ্দারহাট, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

ফোন : ৬৭২১২৯ মোবাইল : ০১৮১৯-৩১১৬৭০, ০১৫৫৪-৩৫৭২১৮